منهاج المسلم - بنغالي

ইসলামী জীবন পদ্ধতি

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

84

هاتف: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٦٦ - فاكس: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٧٧

ইসলামী জীবন পদ্ধতি

منهاج المسلم – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

منهاج المسلم

ترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٢/١١ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

منهاج المسم / شعبة توعية الجاليات بالزلفي

١٠٠ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٤-٠١-٨١٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-الإسلام- مبادئ عامة أ. العنوان

ديوي ٢١١ ٢١/٤٣٧٤

رقم الإيداع : ٢١/٤٣٧٤

ردمك : ٤-٠١-٨١٣-٩٩٦٠

منهاج المسلم
ইসলামী জীবন পদ্ধতি

আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

মু'মিন আল্লাহর উপর ঈমান আনে. অর্থাৎ, স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে. আর এ কথাও স্বীকার করে যে, তিনিই আসমান ও যমীনের একমাত্র স্রষ্টা. উপস্থিত ও অদৃশ্য সব কিছুরই খবর তিনি রাখেন এবং সকলের প্রতিপালক ও মালিক তিনিই. তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই. তিনি সর্ব গুণে গুণান্বিত. প্রত্যেক দোষ থেকে তিনি পবিত্র. শরীয়ত ও যুক্তির কষ্টিপাথ তাঁর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে. যেমন, আল্লাহ তাআ'লা নিজেই তাঁর অস্তিত্ব, সৃষ্টির প্রতিপালকতা, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত ক'রে বলেন,

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي- اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِين ﴾

(لأعراف:٥٤)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ. তিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন.অতপরঃ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন. তিনি রাতের দ্বারা দিনকে এমনভাবে ঢেকে দেন যে, দিন

রাতের পিছনে পিছনে দৌড়তে থাকে. তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র. এ সবই তাঁর আদেশের অনুগামী. শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা. নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ বড় বরকতময় .” (সূরা আ’রাফঃ৫৪) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

অর্থাৎ, “হে মূসা! আমিই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক.” (সূরা ক্বাসাসঃ ৩০) তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾

অর্থাৎ, “আমিই আল্লাহ. আমি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই. অতএব আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর.” (সূরা ত্বোহাঃ ১৪) তিনি আরো বলেন,

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

অর্থাৎ, “যদি আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো কোন উপাস্য থাকতো, তাহলে (যমীন ও আসমান) উভয়েরই শৃংখলাব্যবস্থা বিনিষ্ট হয়ে যেতো. অতএব আরশের মালিক আল্লাহ পাক ও পবিত্র সেইসব কথা হতে, যা এই লোকেরা বলে বেড়ায়.” (সূরা আম্বিয়াঃ ২২)

অনুরূপ বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টজীব স্রষ্টার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে. কারণ, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে বিশ্বের সৃষ্টি ও তার আবিষ্কারের দাবী করতে পারে. অনুরূপ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এ কথা

স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোন আবিষ্কারক ব্যতীত আবিষ্কার সম্ভব নয়.

তাই শরীয়ত ও জ্ঞানের কষ্টিপাথরের ভিত্তিতে মু'মিন মহান আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, তিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক এবং তিনিই পূর্বাপর সকলের উপাস্য. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক. তাঁর প্রভুত্বে কোন শরীক নেই. যেমন তিনি বলেন,

﴿اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

অর্থাৎ, "সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর. যিনি নিখিল জাহানের রব্ব." (সূরা ফাতিহাঃ ১) আর আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্বের উপর আরো আরো কিছু শরীয়তী দলীল নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১.তিনিই পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত জিনিসের স্রষ্টা. যেমন তিনি বলেন,

﴿ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

অর্থাৎ, "বলে দাও! আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা."(সূরা রা'দঃ ১৬)

২. তিনি সকল সৃষ্টজীবের অন্যদাতা. যেমন তিনি বলেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾

অর্থাৎ, "যমীনে বিচরণশীল কোন জীব এমন নাই, যার রেজেকদানের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়." (সূরা হূদঃ ৬)

৩. মানুষের সুষ্ঠ বিবেক আল্লাহর প্রভুত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে. কারণ, প্রত্যেক মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই এটা অনুভব করে. তাই আল্লাহ তাআ'লা বলেন

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُوْلُوْنَ لله ﴾

অর্থাৎ, "তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো! সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ." (সূরা মু'মিনূনঃ ৮৬-৮৭)

৪. তিনিই একমাত্র সার্বভৌমত্বের মালিক. এগুলোর নিয়ন্ত্রণকারীও তিনিই. যেমন তিনি বলেন,

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ، فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ ﴾

অর্থাৎ,"তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করো , আসমান ও যমীন হতে তোমা- দেরকে কে রুযী দান করে? এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি মালিক কে? তাছাড়া কে নিষ্প্রাণ-নির্জীব হতে সজীব জীবন্তকে বের করেন এবং কেইবা সজীব জীবন্ত হতে নিষ্প্রাণ-নির্জীবকে বের করেন? এই বিশ্ব ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা কে করেন? তখন তারা জাওয়াবে অবশ্যই বলবে, আল্লাহ. তখন তুমি বলো, তারপরও ভয় করছো না? অতএব এই আল্লাহই তো তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা. আর সত্যের পর সুস্পষ্ট গুমরাহী ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে? (সূরা ইউনুসঃ ৩১-৩২)

অনুরূপ মুসলিমরা এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহই পূর্বাপর সকলের উপাস্য. তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ-সত্যিকার কোন উপাস্য নেই. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ﴾

অর্থাৎ, "আল্লাহ নিজেই এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই. ফেরেশতা এবং জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা- পরাক্রমশীল ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ উপাস্য হতে পারে না." (সূরা আল-ইমরানঃ ১৮) তিন অন্যত্র বলেন,

﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

অর্থাৎ, "তোমাদের উপাস্য এক ও একক, মেহেরবান ও দয়ালু. তিনি ভিন্ন (বিশ্বভুবনে) আর কেউ উপাস্য নেই." (সূরা বাক্বারাঃ ১৬৩) আল্লাহর রাসূলগণদের তাঁর উলূহিয়্যাত সম্পর্কে খবর দেওয়া এবং স্বীয় জাতিদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানানো ঐ সমস্ত দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য. যেমন হযরত নূহ ﷺ তাঁর জাতিকে ডাক দিয়ে বলে ছিলেন,

﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

অর্থাৎ, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো. তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ উপাস্য নেই." (সূরা আ'রাফঃ৫৯) অনুরূপ হযরত হূদ, সালেহ ও শোয়াইব (আলাইহিমুস্ সালাম) সকলেই স্ব স্ব জাতিকে একই কথাই বলে ছিলেন,

﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾

অর্থাৎ, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো. তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই. (সূরা আ'রাফঃ৭৩) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

অর্থাৎ, "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি. আর তাঁর সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বান্দেগী করো এবং তাগুতের বান্দেগী হতে দূরে থাকো." (সূরা নাহলঃ৩৬) নবী করীম ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,

((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর নিকট চাইবে এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর নিকট করবে." (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহঃ দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৫১৬) রাসূলুল্লাহ ﷺআরো বলেন, "আমার নিকট কোন সাহায্য কামনা

করা যায় না, বরং সর্ব প্রকার সাহায্য আল্লাহর নিকটেই কামনা করতে হয়.” (তাবরানী) তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ গ্রহণ করলো, সে কুফ্‌রী বা শির্ক করলো.” (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানী ১৫৩৫) তিনি অন্যত্র বলেছেন,

((إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)) رواه أحمد

অর্থাৎ, “অবশ্যই ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ ব্যবহার করা ও যাদু করা শির্ক.” (আহমদ)

মুসলিমরা আল্লাহর সুন্দর নাম ও তাঁর উচ্চ গুণাবলীর উপর ঈমান রাখে. তাতে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে না. অনুরূপ উক্ত নাম ও গুণাবলীর কোন প্রকার বিকৃতি অস্বীকৃতি এবং কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে না. বরং সেগুলো ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত করে, যেভাবে আল্লাহ স্বীয় নাফসের জন্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন. আর যে দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহ নিজেকে ও তাঁর রাসূল ﷺ তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে তারাও তাঁকে পবিত্র বলে মনে করে. আল্লাহ তাআ’লা বলেন,

﴿وَلله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থাৎ, "আল্লাহ রয়েছে অনেক ভাল ভাল নাম. কাজেই তাঁকে তোমরা ভাল ভাল নামেই ডাকো. সেই লোকদের কথা ছেড়ে দাও, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে. তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বদলা তারা অবশ্যই পাবে." (সূরা আ'রাফঃ ১৮০) তিনি আরো বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

অর্থাৎ, "হে নবী! এই লোকদের বলো, আল্লাহ বলে ডাকো, কি রহমান বলে, যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর জন্য সব ভাল-ভাল নামই নির্দিষ্ট." (সূরা বানী-ইসারঈলঃ ১১০) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমাদেরকে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত করানোও তাঁর গুণাবলী প্রমাণকারী দলীলসমূহের অন্যতম. যেমন তিনি বলেছেন,

((يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلاَهُمَا فِي الْجَنَّةِ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাআ'লা ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে দেখে হাসেন, যাদের একজন অপর জনকে হত্যা করে. অতঃপর উভয়েই জান্নাতী হয়." (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((لاَتَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيْهَا وَهِيَ تَقُوْلُ: هَلْ مِن مَّزِيْدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ–وفي رواية: فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "যতই জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, ততই জাহান্নাম বলতে থাকবে, আর কি আছে? অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা জাহান্নামে রাখলে, জাহান্নামের একাংশ অন্যাংশের দিকে জড়োসড়ো হয়ে বলতে থাকবে, যথেষ্ট যথেষ্ট ভরে গেছি."(বুখারী-মুসলিম)

মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা আসমান ও যমীনকে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলবেন, আমি বাদশাহ, যমীনের বাদশাহরা আজ কোথায়?"(বুখারী) মুসলিমরা আল্লাহর গুণাবলীকে বিশ্বাস করতে গিয়ে এবং তাঁকে তাঁর সুন্দর গুণে গুণান্বিত করতে গিয়ে এমন ধারণা, বা এমন ধরনের কল্পনাও তাদের অন্তরে আনে না যে, আল্লাহর হাত তাঁর সৃষ্টির হাতের মত. নামকরণ ব্যতীত সৃষ্টির হাতের কোন কিছুর সাথে তার তুলনা করে না. যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

অর্থাৎ, "বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়. তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন." (৪২ঃ ১১)

সাহাবীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা

মুসলিমরা এ বিশ্বাস রাখে যে, রাসূলের সাহাবীদের প্রতি এবং তাঁর বংশধরের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ওয়াজিব. আর এটাও বিশ্বাস করে যে, তাঁরা অন্যান্য মু'মিন মুসলিমদের থেকে উত্তম. তবে মর্যাদা-সম্মানে তাঁদের কেউ অন্যের থেকে ঊর্ধ্বে. আর এই মর্যাদা-সম্মান নির্ধারিত হয়েছে তাঁদের আগে পিছে ঈমান আনা ও ইসলাম কবুল করার ভিত্তিতে. তাই তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো, খুলাফায়ে রাশেদীনগণ. অতঃপর সেই দশজন সাহাবায়ে কেরাম, যাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে. আর তাঁরা হলেন, খুলাফায়ে রাশেদীনদের চারজন,

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, যুবায়ের ইবনে আউওয়াম, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সাদ ইবনে যায়েদ, আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ. অতঃপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ. অতঃপর উক্ত দশজন ব্যতীত আরো যাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তাঁরা. যেমন, ফাতিমা, হাসান-হুসেন, সাবিত ইবনে কাইস এবং বিলাল ইবনে রাবাহ প্রমুখ.

মুসলিমরা এও বিশ্বাস স্থাপন করে যে, ইসলামের ইমামদেরকে মর্যাদা-সম্মান দান করা ওয়াজিব. তাঁরা দ্বীনের ইমাম. যেমন, ক্বারীগণ, ফিকাহ বিশারদগণ এবং তাবা-তাবেয়ীনদের মধ্যে মুহাদ্দীস ও মুফাস্সিরগণ. (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন!) অনুরূপ এটাও বিশ্বাস

করে যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মান করা, তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের সাথে মিলে জিহাদ করা ওয়াজিব. তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হারাম. তাই মুসলিমরা উল্লিখিত সকলকে বিশেষ আদব তথা সম্মান দান করে.

১. তাঁরা রাসূলের সাহাবী ও তাঁর বংশধরকে ভালবাসেন. কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁদেরকে ভালবাসেন.

২. অন্যান্য সকল মু'মিন মুসলিমের উপর তাঁদের প্রাধান্যকে স্বীকার করে. কারণ, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾

অর্থাৎ, "সেই সব মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ, যাঁরা সর্ব প্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁরা ও যাঁরা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছেন. আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি রাযী ও খুশী হয়েছেন." (সূরা তাওবাঃ ১০০) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهُمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিওনা. কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান সোনা খরচ করে,তাহলেও

তাঁদের কারো (নেকীর) এক মুদ্দ (৫৬০ গ্রাম), বরং অর্ধমুদ্দ সমপরিমাণেও পৌঁছাতে পারবে না." (বুখারী-মুসলিম)

৩. এই ধারণা পোষণ করে যে, সাহাবীদের মধ্যে উত্তম হলো, আবূ বাকার সিদ্দীক. অতঃপর উমার. অতঃপর উসমান. অতঃপর আলী ﷺ.

ইবনে উমার ﷺ বলেছেন,

((كنا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ أَبَابَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ)) البخاري

অর্থাৎ, "আমরা নবী করীম ﷺ-এর যামানায় সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য হতে (বেশী মর্যাদার অধিকারী হিসেবে) আবূ বাকার. অতঃপর উমার ইবনে খাত্তাব. অতঃপর উসমান ইবনে আফফান (রাযীআল্লাহু আনহুম)দেরকে নির্বাচন করতাম". (বুখারী)

৪. তাঁরা সকলেই সমান মর্যাদার আধিকারী এ কথা বলা থেকে বিরত থাকে. আর তাঁদের মধ্যে সংঘটিত বিরোধের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে.

৫. নবী করীম ﷺ-এর গরীয়সী স্ত্রীদের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করে এবং বিশ্বাস করে যে, তাঁরা পবিত্রা নিষ্কলঙ্কা. খাদীজাহ ও আয়েশাহ (রাযীআল্লাহু আনহুমা) তাঁদের মধ্যে উত্তম.

৬. ফাক্বীহ, মুহাদ্দীস ও ক্বারীদের মধ্যে যাঁরা ইসলামের ইমাম তাঁদেরকে ভালবাসে, তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণের দুআ করে এবং তাঁদের মর্যাদা সম্মানকে স্বীকার করে. তাঁদের ভালোর দিকটাই

তুলে ধরে. কোন কথা ও মতের কারণে তাঁদেরকে দোষারোপ করে না. আর মনে করে যে, তাঁরা নিষ্ঠাবান মুজতাহিদ ছিলেন. তাঁদের মতকে অন্যের মতের উপর প্রাধান্য দেয়. তাঁদের কোন কথাকে বর্জন করে না. তবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সাহাবা (রাযীআল্লাহু আনহুম)-দের কথার মোকাবিলায় তাঁদের কথাকে বর্জন করে. চার ইমাম যথা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ও ইমাম আবূ হানিফা (আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন!) দ্বীনের বিধান ও মসলা মাসায়েলের ব্যাপারে যা কিছু লিখে গেছেন ও বলে গেছেন, সবই সংগৃহীত হয়েছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত থেকে. এই দুই মূল ভিত্তি থেকে তাঁরা যা কিছু বুঝেছেন এবং চয়ন করেছেন অথবা তার উপর অনুমান করেছেন, তা-ই লিখে ও বলে গেছেন.

আর এই ধারণা পোষণ করে যে, ইমামরা মানুষ ছিলেন. তাই তাঁরা ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত ছিলেন না. যেমন,কোন কোন ইমাম কোন (দ্বীনি) মসলাতে সঠিক মত প্রকাশে ভুল করে ফেলেছেন. তবে এটা ইচ্ছাকৃত ও জেনে-শুনে নয়. বরং অনিচ্ছাকৃত ও প্রচেষ্টা করতে গিয়ে এবং সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগতি অর্জন না করতে পারার কারণে. সুতরাং মুসলিমদের কর্তব্য হলো, কোন একজনের মত ও কথাকে না নিয়ে, তাঁদের মধ্যে যাঁরই মতকে সঠিক বলে মনে করে, সেটাকেই গ্রহণ করা.

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপারে তার ধারণা হলো,

১. তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব. কারণ আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের." (সূরা নিসাঃ ৫৯) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথা শোনো, তাঁদের অনুসরণ করো, যদিও সে কুঞ্চিত মাথাওয়ালা কোন হাবশী গোলাম হয়." (বুখারী) তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তাঁদের অনুসরণ করে না. কারণ, আল্লাহর অনুসরণ তাঁদের অনুসরণের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকারের দাবী রাখে. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "আল্লাহর অবাধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই." (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী, আলবানী ১৭০৭)

২. তাঁদের বিরদ্ধাচরণ ও তাঁদের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করাকে হারাম বলে মনে করে. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কাজকে অপছন্দ করে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে. কারণ, যে সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিদ্দাও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু." (বুখরী-মুসলিম)

৩. তাঁদের জন্য দুআ করে যে, তাঁরা যেন সৎ ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হোন এবং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকেন. কারণ তাঁরা সৎ হলে, সাধারণ লোকরাও সৎ থাকবে. আর তাঁরা খারাপ হলে, সাধারণের জন্যে অকল্যাণ নেমে আসবে.

৪. তাঁদের সাথে জিহাদে শরীক হবে এবং তাঁদের পিছনে নামায আদায় করবে. যদিও তাঁরা কাবীরাহ গুনাহ ও এমন হারাম কাজ সম্পাদন করে, যা সম্পাদনকারীকে কাফেরে পরিণত করে না. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺকে ইমামদের অনুসরণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন,

((اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ)) مسلم

অর্থাৎ, "তাঁদের কথা শোনো ও তাঁদের আনুগত্য করো. কারণ, তাঁদের দায়িত্ব তারা বহন করবেন এবং তোমাদের দায়িত্ব তোমরা বহন করবে." (মুসলিম) উবাদা ইবনে সামিত ﷺ বলেছেন,

((بَايَعْنَا رَسُوْلَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَن لاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحاً عِنْدَكُمْ فِيْهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "আমরা মনোযোগ সহকারে শোনার এবং বিপদ-আপদ, সহজ-কঠিন সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শপথ (বায়া'ত) করলাম. আর শপথ করলাম যে, যোগ্য উপযুক্ত লোকদের সাথে কোন প্রকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবো না. তিনি বললেন, তবে যদি স্পষ্ট শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করতে দেখো, যে সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ আছে." (তাহলে তাঁদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া যাবে) (বুখারী-মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি আদব

মুসলিম আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অসংখ্য সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে. তার উপর এমনও এক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন সে মায়ের পেটে এক ক্ষুদ্র বিন্দু ছিল. অতঃপর সে পর্যায়ক্রমে বড় হয়. আবার এমন একটি দিন আসবে, যখন সে তার মহান প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে. এসব ভেবে সে তার রসনা দ্বারা মহান আল্লাহর প্রশংসা ক'রে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে. আর নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের সামনে অবনত ক'রে তাঁর শুকরীয়া আদায় করে. আর এটাই হচ্ছে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর প্রতি তার আদব.

কারণ, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর নিয়ামতকে অস্বীকার করলে তাঁর প্রতি আদব করা হয় না. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾

অর্থাৎ, "যে নিয়ামতই তোমরা লাভ করেছো, তা আল্লাহর নিকট হতেই এসেছে." (সূরা নাহলঃ ৫৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا ﴾

অর্থাৎ, "তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে গণনা করতে চাও, তবে তা গুণতে পারবে না." (সূরা নাহলঃ ১৮) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴾

অর্থাৎ, "তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো এবং আমার শোকর আদায় করো, আমার নিয়ামতের কুফরী করো না." (সূরা বাক্বারাঃ ১৫৩) মুসলিম যখন মহান আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান সম্পর্কে ভাবে এবং তিনি যে তার সব কিছুর খবর রাখেন, এ ব্যাপারে যখন চিন্তা করে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি সঞ্চার হয় এবং সৃষ্টি হয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান. অতঃপর সে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে থাকতে লজ্জা বোধ করে. আর এটাই হলো মহান আল্লাহর প্রতি তার আদব. কারণ, এটা কখনোই আদব বলে গণ্য হতে পারে না যে, বান্দা পাপ ও অন্যায়ের দ্বারা তার প্রভুর

অবাধ্য হওয়ার ঘোষণা দিবে অথবা (তাঁর নিয়ামতের মোকাবিলায়) জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ তাঁকে পেশ করবে, অথচ তিনি তার সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾

অর্থাৎ, "তিনি তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়েও অবহিত, গোপন বিষয়েও." (সূরা নাহলঃ ১৯)

আর যখন মুসলিম জেনে নেয় যে, আল্লাহ মহান শক্তিধর. তিনি তার উপর ক্ষমতাশীল. তাঁর থেকে সে কোথাও পালাতে পারে না, তাঁর হাত থেকে না কেই মুক্তি দিতে পারে, আর না তিনি ব্যতীত কেউ আশ্রয় দিতে পারে, তখন সে তাঁরই দিকে ধাবিত হয়. নিজের সব কিছুকে তাঁরই উপর সমর্পণ করে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে. আর এটাই হলো স্বীয় প্রভু ও স্রষ্টার প্রতি তার আদব. কারণ যাঁর কাছ থেকে পালানো সম্ভব নয়, তাঁর নিকট থেকে পালাতে চেষ্টা করা, কখনই আদব বলে গণ্য হবে না. অনুরূপ যার কোন শক্তি নেই, তার উপর ভরসা করা, আর যে কিছুই করতে পারে না, তার উপর আস্থাবান হওয়া, আদব বলে বিবেচিত হবে না. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾

অর্থাৎ, "কোন জীব এমন নেই, যার মস্তক তাঁর (আল্লাহর) মুষ্টিতে বন্দী নয়." (সূরা হূদঃ ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

অর্থাৎ, "আল্লাহরই উপরে ভরসা করো, যদি তোমরা মু'মিন ও." (সূরা মায়েদাঃ ২৩)

আর যখন মুসলিম তার প্রতি ও সমস্ত সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অপরিসীম রহমতের দিকে তাকায়, তখন সে আরো বেশী রহমতের আশা করে এবং এর জন্য সে নিষ্ঠা ও নম্রতার সাথে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে. আর সে তার নেক আমল ও সৎ কর্মকে মাধ্যম (অসীলা) বানিয়ে তাঁর কাছে চায়. আর এটাই হলো আল্লাহর প্রতি তার আদব নিবেদন. কারণ, যাঁর রহমত সর্বত্র বিস্তৃত এবং যাঁর অনুগ্রহ সকল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত, তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়া কখনই আদব বলে গণ্য হবে না. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وقال: ﴿وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ﴾

অর্থাৎ, "আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে." (সূরা আ'রাফঃ ১৫৬) তিনি অন্যত্র বলেন, "আল্লাহর রহম হতে নিরাশ হয়ো না." (সূরা ইউসুফঃ ৮৭)

আর যখন মুসলিম তার প্রভুর শক্ত হাতের পকড়াও ও কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা স্মরণ করে, তখন সে আল্লাহর আনুগত্য ক'রে এবং তাঁর অবাধ্যতা না ক'রে তাঁর কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে. আর এটাই হলো আল্লাহর প্রতি তার আদব ও শ্রদ্ধা নিবেদন. কারণ, দুর্বল, অসহায় বান্দা, মহাশক্তিধর, সর্বজয়ী আল্লাহর অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করবে, এটা কখনই আদব বলে গণ্য হতে পারে না. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴾

অর্থাৎ, "আল্লাহ যখন কোন জাতির অকল্যাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তা করো প্রতিবাদে রুদ্ধ হয়ে যায় না এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই" (সূরা রা'দঃ ১১) তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾

অর্থাৎ, "মূলতঃ তোমার প্রভুর পাকড়াও বড় শক্ত." (সূরা বুরূজঃ ১২)

আল্লাহর অবাধ্য ও তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ অবস্থায় একজন মুসলিম ব্যক্তির মনে এই ধারণাই উদয় হয় যে, আল্লাহর আযাব ও তাঁর শাস্তি যেন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে. যেমন, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর বিধানগুলো মেনে চলার সময় অনুভব করে যে, তার সাথে আল্লাহর কৃত ওয়াদা যেন সত্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাঁর সন্তুষ্টির চাদর যেন তাকে আচ্ছাদিত করে রয়েছে. আর এটাই হলো একজন মুসলিমের আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করা. কেননা, এটা আদব বলে গণ্য হবে না যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ ক'রে তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে থাকবে ও এই ধারণা রাখবে যে, তিনি তাঁর ব্যাপারে অবহিত নন এবং পাপের কারণে তার পাকড়াও হবে না. অথচ তিনি বলেন,

﴿ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, "বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমাদের অনেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহ কোন খবর রাখেন না. তোমরা তোমাদের প্রভু সম্পর্কে এই যে ধারণা করেছিলে এটাই তোমাদেরকে ডুবালো, আর এই কারণেই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে." (সূরা হা-মীম সাজদাঃ ২২-২৩)

অনুরূপ এটাও আল্লাহর প্রতি আদব বিবেচিত হবে না যে, তাঁকে ভয় করবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে এই ধারণা পোষণ ক'রে যে, তিনি তাকে তার ভাল কাজের প্রতিদান দিবেন না অথবা তার ইবাদত উপাসনাকে তিনি কবূল করবেন না. অথচ তিনি বলেন,

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

অর্থাৎ, "আর সফল হবে সেই সব লোকেরা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে." (সূরা নূরঃ ৫২) সার কথা হলো, একজন মুসলিমের তার প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, তাঁর নাফারমানী করতে লজ্জা বোধ করা, নিষ্ঠার সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর উপর ভরসা রাখা, তাঁর রহমতের আশা করা, তাঁর প্রতিশোধ নেওয়াকে ভয় করা, তাঁর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করা এবং বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উপর তাঁর শাস্তির বাস্তবায়নের ব্যাপারে সঠিক ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি হলো আল্লাহর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও আদব নিবেদন. আর এই আদব ও শ্রদ্ধা যত প্রগাঢ় হবে এবং যত সে এর সংরক্ষণ করবে, ততই তার মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পাবে.

আল্লাহর কালামের প্রতি আদব

মু'মিন এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, আল্লাহর কালাম পূত-পবিত্র, সুমহান মর্যাদাসম্পন্ন এবং সমস্ত কালামের থেকে শ্রেষ্ঠ কালাম. আর আল্লাহর কালাম হলো কুরআন. যে কুরআনানুযায়ী কথা বলবে, তারই কথা সঠিক ও সত্য হবে. আর যে, এই কুরআনানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে, সেই-ই ন্যায় বিচার করতে সক্ষম হবে. যারা কুরআনের অনুসারী, তারাই আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর খাস বান্দা. যারা কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, তারাই সাফল্য লাভ করবে. আর যারা কুরআন থেকে বিমুখ হবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস হবে. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعاً لِأَصْحابِهِ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "কুরআন পাঠ করো, কারণ সে কিয়ামতের দিন তার পাঠকা- রীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে." (মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((إِنَّ لله أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ الله مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ الله وَخَاصَّتُهُ)) رواه ابن ماجة

"মানুষের মধ্যে আল্লাহর দু'টি দল রয়েছে. সাহাবায়ে কেরামগন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো কুরআনওয়ালা. আর এরাই হলো আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর খাস বান্দা. (ইবনে মাজা,হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে

ইবনে মাজা আলবানী২ ১৫) তাই তো মুসলিম সেটাকেই হালাল মনে করে, কুরআন যার হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছে. আর কুরআন যার হারাম হাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, তাকে সে হারাম মনে করে. কুরআনে বর্ণিত আদবের যত্ন নেয় এবং কুরআনের চরিত্রে নিজেকে চরিত্রবান করে তোলে. আর কুরআন তেলাঅতের সময় নিম্নে বর্ণিত আদবের খেয়াল রাখে.

১. পবিত্রাবস্থায় ক্বেবলামুখী হয়ে এবং আদব ও নম্রতার সাথে বসে কুরআনের তেলাঅত করে.

২. ধীরস্থিরতার সাথে তেলাঅত করে, তাড়াহুড়ো করে না. আর তিন দিনের কমে কুরআন খতম করে না. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لَمْ يُفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করলো, সে কুর- আনের কিছুই বুঝলো না." (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টবঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী, আলবানী ২৯৪৯)

৩. কুরআন তেলাওয়াতের সময় বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে.

৪. সুন্দর সুরে তেলাওয়াত করে. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)) رواه النسائي

অর্থাৎ, "তোমাদের শব্দের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করো." (নাসায়ী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে নাসায়ী, আলবানী ১০১৫)

৫. লোক প্রদর্শনীর আশঙ্কা বোধ করলে অথবা মুসাল্লীদের অসুবিধা হলে, গোপনে তেলাঅত করে.

৬. গবেষণামূলক ভাব, উপস্থিত মন নিয়ে এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে তেলাঅত করে.

৭. কুরআন তেলাঅতের সময় না সে উদাসীন থাকে, আর না তার বিরোধিতাকারীদের মত থাকে. এরকম হলে, সে নিজেই নিজেকে অভিশাপ করে বসবে. কেননা, যখন সে পড়বে 'লা'নাতুল্লাহি আ'লাল কাযিবীন' অথবা 'লা'নাতুল্লাহি আ'লাযযোলিমীন' অতঃপর সেনিজেই যদি মিথ্যুক ও অত্যাচারী হয়, তাহলে সে নিজেই নিজের উপর অভিশাপ করলো বলেই বিবেচিত.

৮. আল্লাহর খাস বান্দাদের গুণে নিজেকে গুণান্বিত করার প্রচেষ্টা করে.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আদব

নিম্নে বর্ণিত কারণের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি পূর্ণ আদব ও শ্রদ্ধা নিবেদন যে ওয়াজিব, একথা একজন মুসলিম বিশ্বাস করে. আর কারণগুলো হলো,

১. আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মহিলার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা পেশ করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন. যেমন তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে অগ্রসর হয়ো না." (সূরা হুজুরাতঃ ১) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ﴾

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না. এতে তোমাদের সৎ কার্যসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমরা তার টেরও পাবে না." (সূরা হুজুরাতঃ ২)

২. আল্লাহ তাআ'লা মু'মিনদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺকে ভালবাসা ও তাঁর অনুসরণ করাকে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন. যেমন তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের অনুসরণ করো." (সূরা মুহাম্মাদঃ ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

অর্থাৎ, "রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ করে নাও. আর যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদেরকে বিরত

রাখেন, তা থেকে তোমরা বিরত হয়ে যাও." (সূরা হাশ্‌রঃ ৭) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾

অর্থাৎ, "হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ করো, তবে আমার অনুসরণ করো. তাহলে তিনি তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন." (সূরা আল-ইমরানঃ ৩১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হয়ে যাবো." (বুখারী-মুসলিম) রাসূলের প্রতি আদব কেমন করে এবং কিভাবে করা হয়?

১. দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করে.

২. তাঁর ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপর অন্য কোন সৃষ্টির শ্রদ্ধা ও সম্মানকে প্রাধান্য না দিয়ে, তাতে সে যেই হোক না কেন.

৩. তাঁকে যে ভালবাসে, তার সাথে ভালবাসা রেখে. তাঁর সাথে যে শত্রুতা পোষণ করে, তাকে সে শত্রু ভেবে.তিনি যাতে সন্তুষ্ট ছিলেন, তাতে সে সন্তুষ্ট থেকে. যে জিনিস তাঁকে ক্রোধান্বিত করতো, তাতে ক্রোধান্বিত হয়ে.

৪. সম্মানের সাহিত তাঁকে স্মরণ করে এবং তাঁর উপর দরূদ পাঠ করে.

৫. দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তিনি যা কিছু বলেছেন এবং দুনিয়া ও আখে- রাতের যে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তিনি খবর দিয়েছেন, তার সত্যায়ন করে.

৬. তাঁর সুন্নতকে জীবিত করে. তাঁর শরীয়তের প্রচার প্রসার করে. তাঁর দাওয়াতকে সম্প্রসারণ এবং তাঁর অসীয়তের বাস্তবায়ন করে.

স্বীয় নাফসের প্রতি মুসলিমের আদব

মুসলিম একথা বিশ্বাস করে যে, তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য নির্ভর করে স্বীয় আত্মাকে পাক ও পবিত্র রাখার উপরে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করলো. আর ব্যর্থ হলো সে, যে একে অপবিত্র করলো." (সূরাতুল লাইলঃ ৯- ১০) তিরি আরো বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

অর্থাৎ, "কালের শপথ! মানুষ মূলতঃই বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত. সেই লোকেরা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক্বের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের

উৎসাহ দিয়েছে." (সূরা আস্‌রঃ ১-৩) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ: ومن يَأْبَى يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে. শুধু সে ছাড়া, যে (জান্নাতে প্রবেশ করতে) অস্বীকার করবে. জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে আবার অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে. আর যে আমার নাফারমানী করবে, সে-ই (জান্নাত যেতে) অস্বীকার করেছে বলে বিবেচিত হবে." (বুখারী) মুসলিম একথাও বিশ্বাস করে যে, ঈমানই হলো, নাফ্‌সের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতাকারী. অনুরূপ পাপ ও কুফ্‌রী হলো, তার অশুচিতা ও অপবিত্রতাকারী. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

অর্থাৎ, "তোমরা নামায কায়েম করো, দিনের দুই প্রান্ত সময়ে এবং কিছুটা রাত হওয়ার পরে. পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়."
(সূরা হূদঃ ১১৪) তিনি আরো বলেছেন,

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

অর্থাৎ, "কখনই নয়, বরং এই লোকদের দীলের উপর তাদের পাপ কাজের মরিচা জমে গেছে." (সূরা মুত্বাফ্ফিফীনঃ ১৪) এই জন্যই মুসলিম সর্বক্ষণ তার নাফ্সকে পবিত্র করার প্রচেষ্টায় থাকে. রাত-দিন নাফ্সকে ভাল কাজে লাগায় এবং মন্দ কাজ হতে তাকে দূরে রাখে. সব সময় আত্মসমালোচনা করে এবং তাকে ভাল কাজ ও আনুগত্যের উপর উদ্বুদ্ধ করে. অনুরূপ অন্যায় ও ফ্যাসাদমূলক কাজ থেকে তাকে দূরে রাখে. আর নাফ্সের পবিত্রতা বিধান ও পরিশুদ্ধিকরণে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে. যেমন,

১. **তাওবা.** তাওবার অর্থ হলো, সমস্ত অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত হওয়া. কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে আর পাপ না করার দৃঢ় পরিকল্পনা করা. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর নিকট তাওবা করো, খাঁটি ও সত্যিকার তাওবা. অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের দোষ-ত্রুটি- গুলো তোমাদের হতে দূর করে দিবেন এবং তোমাদের এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে সবের নিম্নদেশ হতে ঝরনাধারা সদা প্রবহমান থাকবে. (সূরা তাহরীমঃ ৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَّغْرِبِهَا)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "মহান আল্লাহ দিনে তাওবাকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য রাতে তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন. আবার রাতে তাওবাকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য দিনে তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন. আর এই দৃশ্য পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে." (মুসলিম)

২. **পর্যবেক্ষণ.** অর্থাৎ, মুসলিম জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রভুকে সবকিছুর পর্যবেক্ষণ বলে মনে করে. সে জানে যে, আল্লাহ তার ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত. তার গোপন ও প্রকাশ্য রহস্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত. আর এইভাবে তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ তার সব কিছুর উপর লক্ষ্য রাখছেন. কাজেই সে তখন ভক্তির সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁর আনুগত্য ক'রে প্রশান্তি লাভ করে, তাঁর দিকেই অগ্রসর হয় এবং তিনি ব্যতীত সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করে. আর একেই বলে আল্লাহর সামনে মস্তক অবনত করা. যেমন তিনি বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾

অর্থাৎ, "বস্তুতঃ যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত ক'রে সৎকর্মে নিয়োজিত থাকে, তার চাইতে উত্তম ধর্ম আর কার হতে পারে? (সূরা নিসাঃ ১২৫) আর হুবহু এই কথাটাই আল্লাহ নিম্নের আয়াতের মধ্যে বলেন,

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾

অর্থাৎ, "হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকনা কেন এবং কুরআন হতে যা কিছু শুনাও, আর হে লোকরো!তোমরাও যা কিছু করো, এসব অব- স্থায়ই আমি তোমাদেরকে দেখতে ও লক্ষ্য করতে থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো." (সূরা ইউনুসঃ ৬১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করো, যেন তুমি তাঁকে অবলোকন করছো. তুমি যদি তাঁকে অবলোকন করতে না পার, তবে (এটা মনে করো যে,) তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন." (বুখারী- (মুসলিম)

৩. **আত্মসমালোচনা.** অর্থাৎ, যেহেতু মুসলিম রাত-দিন পার্থিব জীবনে আমল করতে ব্যস্ত,-যে আমল তাকে পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে ধন্য করবে, আখেরাতের মর্যাদা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের যোগ্য করবে. আর দুনিয়াই হলো আমলের স্থান,-সেহেতু তার উচিত তার উপর ওয়াজিব ইবাদতসমূহের ঐরূপ খেয়াল রাখা, যেরূপ ব্যবসায়ী তার আসল পুঁজির খেয়াল রাখে. আর নফল ইবাদতসমূহের প্রতি ঐ রূপ খেয়াল রাখা, যে রূপ ব্যবসায়ী তার লভ্যাংশের প্রতি খেয়াল রাখে. পাপ ও অন্যায়কে ভাববে ব্যবসায় লোকসান হয়ে যাওয়ার মত. অতঃপর আত্মসমালোচনা করে দেখবে যে, আজ সে কি করেছে? যদি ওয়াজিব পালনে কোন ঘাটতি পায়, তাহলে সে স্বীয় নাফ্সকে তিরস্কার করবে এবং সাথে সাথেই সেই

ঘাটতি পূরণের প্রচেষ্টা নিবে. তবে যদি ঘাটতি এমন হয়, যা কাযা করা যাবে, তাহলে কাযা করে নিবে. অন্যথায় বেশী বেশী নফল আদায় করে তা পূরণ করে নিবে. আর যদি কমতি নফল আদায়ে হয়ে থাকে, তবে পুনরায় নফল পড়ে, তা পুরা করে নিবে. আর যদি লোকসান কোন অবৈধ কাজ সম্পাদনের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, লজ্জিত হবে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এবং ভাল কাজ করবে, যা কৃত মন্দের জন্য পরিশুদ্ধতাকারী হবে. আর একেই বলে আত্মসমালোচনা. আত্মসমালোচনার প্রমাণাদির মধ্যে হলো, আল্লাহ তা'য়ালার এই বাণী,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে. আল্লাহকেই ভয় করতে থাকো. আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের সেই সব আমল সম্পর্কে অবহিত, যা তোমরা করতে থাকো". (সূরা হাশ্‌রঃ ১৮) আর উমার ইবন খাত্তাব ﷺ বলতেন,

((حاسبوا قبل أن تحاسبوا)) أحمد

অর্থাৎ, "তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজেদের হিসাব নিজেরাই আগে করে নাও." (আহমদ)

৪. চেষ্টা-সাধনা. অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলিমের জানা দরকার যে, তার মূল ও আসল শত্রু হচ্ছে তার নাফ্স. যার স্বভাবই হলো অন্যায়ের দিকে অগ্রসর হওয়া, ভাল কাজ থেকে পলায়ন করা, মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং আরামকে ভালবাসা. প্রবৃত্তি তাকে উত্তেজিত করে, যদিও এসবের মধ্যে রয়েছে তার অশুভ পরিণাম. যখন মুসলমান এ সম্পর্কে অবগত হয়, তখন সে স্বীয় নাফ্সকে সৎকর্মে লাগায় এবং অন্যায় অবাঞ্ছনীয় কাজ থেকে তাকে দূরে রাখে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

অর্থাৎ, "আর যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে প্রচালিত করবো. নিশ্চয় আল্লাহ সৎ- কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন." (সূরা আনকাবূতঃ ৬৯) আর এটাই (চেষ্টা-সাধনা করা) নেক লোকদের অভ্যাস এবং সত্যবাদী মু'মিনদের পথ. তাই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ এত সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাতে আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর মুবারক পা ফুলে যেত. যখন জিজ্ঞাসা করা হতো যে, এত কেন দাঁড়িয়ে থাকছেন? তখন বলতেন,

((أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْداً شَكُوْراً)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "আমি কি চাইবোনা যে, আমি একজন আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হই?." (বুখারী-মুসলিম)

পিতা-মাতার অধিকার

প্রত্যেক মুসলিম এ কথা স্বীকার করে যে, তার উপর তার পিতা-মাতার যথাযথ অধিকার রয়েছে. তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাঁদের আনুগত্য করা এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করা অপরিহার্য. আর এটা কেবল এই জন্য নয় যে, তাঁরা তার অস্তিত্বের মাধ্যম, বা তার প্রতি উত্তম এমন কিছু পেশ করেছেন, যার প্রতিদান সে দিতে চায়. বরং মহান আল্লাহ তার উপর পিতা-মাতার আনুগত্যকে অত্যাবশ্যক করেছেন. যেমন তিনি বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾

অর্থাৎ, "তোমার প্রভু ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তারই ইবাদত করবে. আর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে." (সূরা বানী-ইসরাঈলঃ ২৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ الله، قَالَ الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "তোমাদেরকে কি মহাপাপের কথা বলবো না? সাহাবীগন বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, "তা হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা." (বুখারী-মুসলিম) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন্ আমলটি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন,

((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "সঠিক সময়ে নামায আদায় করা." আমি বললাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা." আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা." (বুখারী-মুসলিম) এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

((أَحَيٌّ وَالِدَاكَ)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ)) متفق عليه

"তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত?" সে বলল, জী হ্যাঁ. তিনি বললেন, "তবে তাদের সাথেই জেহাদ করো." (অর্থাৎ তাদের খিদমত করো) (বুখারী-মুসলিম) মুসলিম যখন পিতা-মাতার অধিকারকে স্বীকার করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর অসীয়ত বাস্তবায়ন ক'রে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তখন সে নিম্নে বর্ণিত পিতা-মাতা সম্পর্কীয় আদবের যত্ন নেয়. যেমন,

১. তাদের প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধকে মেনে চলে, যদি তা আল্লাহর অবাধ্য ও শরীয়ত পরিপন্থী না হয়. কারণ স্রষ্টার অবাধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা চলে না. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾

অর্থাৎ, "পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না. হ্যাঁ দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে." (সূরা লুকমানঃ ১৫) আর রাসূললুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "স্রষ্টার অবাধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই." (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী, আলবানী ১৭০৭)

২. তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে. তাঁদের সাথে নরম আচরণ ও তাঁদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে. কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা দান করবে. তাঁদের সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না. তাঁদের আগে আগে চলবে না. স্বীয় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে তাঁদের উপর প্রাধান্য দিবে না. তাঁদের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত কোথাও সফর করবে না.

৩. সাধ্যানুসারে সর্বপ্রকার সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহ তাঁদের সহিত করবে. যেমন, তাদের পানাহার ও পরিধানের ব্যবস্থা করা. অসুস্থ হলে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা. তাঁদের থেকে কষ্টকে দূরীভূত করা. নিজেকে তাঁদের সেবায় উৎসর্গ করা.

৪. তাঁদের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা.

সন্তান-সন্ততিদের অধিকার

মুসলিম এটা স্বীকার করে যে, তার উপর তার সন্তান-সন্ততির অধিকার রয়েছে. তাদের জন্য ভাল মায়ের নির্বাচন করা, তাদের খাতনা করিয়ে দেওয়া, তাদের সুন্দর নাম রাখা, সাত দিনে তাঁদের আক্বীকা দেওয়া,
তাদের প্রতি সদয় হওয়া, তাদের উপর ব্যয় করা, সুন্দরভাবে তাদের লালন-পালন করা, তাদেরকে আদব ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা, শরীয়তের ওয়াজিব ও সুন্নত কার্যাদি আদায়ে তাদেরকে অভ্যস্ত করানো এবং বালেগ বা পূর্ণ বয়স্ক হয়ে গেলে তাদের বিয়ে দিয়ে তাদেরকে তারই সাথে থাকার অথবা তার থেকে আলাদা হয়ে থাকার অধিকার দেওয়া ইত্যাদি সবই হলো তাদের অধিকারভুক্ত বিষয়. আর এ অধিকারগুলোর সমর্থনে রয়েছে কুরআন
থেকে প্রমাণ. যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

অর্থাৎ, "আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়. আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ, পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী." (সূরা বাক্বারাঃ ২৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেকে ও স্বীয় পরিবার- বর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ঈন্ধন হবে মানুষ ও পাথর." (সূরা তাহ্রীমঃ ৬) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾

অর্থাৎ, "তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের আশঙ্কায় হত্যা করো না. আমি তাদেরকে রিয্ক দিই এবং তোমাদেরকেও". (সূরা বানী- ইসরাঈলঃ ৩১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اَلْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ)) رواه الترمذي وابن ماجة

অর্থাৎ, "প্রত্যেক শিশু তাদের আক্বীক্বার সাথে বাঁধা থাকে, যা সাত দিনে করতে হয়. সেদিনে তার নাম রাখতে হয় এবং মাথা নেড়া করতে হয়."(তিরমিজী, ইবনে মাজাঃ হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৫২২ ও সহীহ সুনানে ইবনে মাজাঃ আলবানী ৩১৬৫) তিনি আরো বলেছেন, "সন্তানদেরকে কোন কিছু দিলে সমান সমান দিবে." (বায়হাকী ও তাবরানী) তিনি আরো বলেছেন,

((مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)) رواه أبوداود

অর্থাৎ, "সন্তানদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছরের হবে. আর এই নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো, যখন তারা দশ বছরের হবে এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও."

(আবূ দাউদঃ হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টবঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ, আলবানী ৪৯৫)

ভাইদের প্রতি আদব.

মুসলিম মনে করে যে, পিতা-মাতা ও সন্তানাদির ন্যায় ভাইদের প্রতিও আদবের খেয়াল রাখতে হয়. সুতরাং ছোটরা বড় ভাইদেরকে পিতা-মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করে. আর বড়রা আপন পিতা-মাতার ন্যায় ছোটদের অধিকার ও আদবের খেয়াল রাখে. কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((بَرَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَخَاكَ ثُمَّ أُخْتَكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ)) رواه الحاكم-كنز العمال١٦/ ٥٨٠

অর্থাৎ, "তোমার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো. অতঃপর তোমার ভাই-বোনদের সাথে. অতঃপর অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে." (হাকেম-কানযুল উম্মাল ১৬/৫৮০ জ্ঞাতব্য যে, এতে একজন মিথ্যুক রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে.)

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

মুসলিমরা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আদবকে স্বীকার করে. আর আদব বলতে তাদের একে অপরের অধিকারকে বুঝানো হয়েছে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

অর্থাৎ, "আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তিমনি ভাবে স্ত্রীদেরও ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর. আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে." (সূরা বাক্বারাঃ ২২৮) এই আয়াত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারকে প্রমাণ করে. আর এ কথাও প্রমাণ করে যে, নারীদের উপর পুরুষদের কিছু বিশেষ মর্যাদা রয়েছে. রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের দিন বলে ছিলেন,

((أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقاً وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقاً)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "শোন, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে . আর তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে." (তিরমিজী হাদীসটি হাসান/ভাল, দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী, আলবানী ১১৬৩) এই অধিকারসমূহের মধ্যে কিছু অধিকার এমন রয়েছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শরীক. আবার কিছু অধিকার রয়েছে, যা তাদের একে অপরের জন্য নির্দিষ্ট.

শরীকী অধিকার

১.বিশ্বস্ততাঃ স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের জন্য বিশ্বস্ত হওয়া অত্যাবশ্যক. কোন কিছুতেই তারা একে অপরের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না.

২. ভালবাসা ও সদয় হওয়াঃ অর্থাৎ, তারা একে অপরের প্রতি সদয় হবে.তারা পরস্পরকে আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসবে. সারা জীবন- ভর তারা একে অপরের জন্য দয়াবান ও দয়াবতী হবে. যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

অর্থাৎ, "তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো. আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন." (সূরা রূমঃ ২১) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ لاَيَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "যে অন্যের প্রতি রহম করে না, তার প্রতিও রহম করা হবে না." (বুখারী-মুসলিম)

৩. নির্ভরযোগ্য হওয়াঃ তারা একে অপরের জন্য নির্ভরযোগ্য হবে. তাদের সততা ও নিষ্ঠাবান হওয়ার ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও সন্দেহের অবকাশ থাকবে না. কারণ আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

অর্থাৎ, "মু'মিনরা তো পরস্পরের ভাই." (সূরা হুজুরাতঃ ১০) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে, তা অপর ভাইয়ের জন্যও বাসবে." (বুখারী-মুসলিম) বৈবাহিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে আরো শক্তিশালী ও মজবূত করে.

৪. সাধারণ আদবঃ অর্থাৎ, তারা একে অপরের প্রতি সাধারণ আদব-গুলোর খেয়াল রাখবে. যেমন, দৈনন্দিন কার্যকলাপে পরস্পরের প্রতি সদয় হওয়া, সব সময় হাসিমুখী থাকা, ভদ্রতার সাথে চলা-ফেরা করা এবং একে অপরকে ভক্তি ও সম্মান করা. আর এগুলো হলো সদ্ভাবে জীবন-যাপন করার এমন আদবসমূহ, যার নির্দেশ মহান আল্লাহ দিয়েছেন. যেমন, তিনি বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

অর্থাৎ, "এবং তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো." (সূরা নিসাঃ ১৯) আর এটাই নারীদের ব্যাপারে উত্তম অসীয়ত, যার নির্দেশ রাসূলে কারীম ﷺ দিয়েছেন. যেমন, তিনি বলেছেন,

((اِسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْراً)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "নারীদের ব্যাপারে উত্তম অসীয়ত গ্রহণ করো." (বুখারী-মুসলিম) স্বামী-স্ত্রীর এমন সাধারণ কিছু অধিকার রয়েছে, যা তাদের উভয়কে একে অপরের জন্য যত্ন নিতে হয়. আর তা হলো,

প্রথমতঃ, স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

১. সদ্ভাবে তার সাথে জীবন-যাপন করাঃ কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

অর্থাৎ, "এবং তোমরা তাদের সাথে মিলে-মিশে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো." (সূরা নিসাঃ ১৯) সুতরাং নিজে যখন খাবে, তাকেও খাওয়াবে. নিজে যা পরবে, তাকেও তা পরাবে. তার অবাধ্যতার আশঙ্কা বোধ করলে, তাকে শিক্ষা দিবে. এই আদব শিক্ষা ঐভাবেই দিবে, যেভাবে মহান আল্লাহ নারীদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন. কোন গালি-গালাজ ও জঘন্য ব্যবহার না ক'রে তাকে নসীহত করবে. অতঃপর যদি সে আনুগত্যশীলা হয়ে যায়, তো ভাল কথা, অন্যথায় তাকে বিছানা থেকে পৃথক করে দিবে. আর এতে যদি সে পরিবর্তন হয়ে যায়, তো ভাল কথা, অন্যথায় হালকা করে এমনভাবে তাকে প্রহার করবে, যাতে সে রক্তাক্ত হবে না, কোন স্থান ক্ষত হবে না এবং শরীরের কোনা অঙ্গ ভেঙ্গেও যাবে না. কারণ, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَالـلَّاتِي تَخَـافُونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُـوهُنَّ وَاهْجُـرُوهُنَّ فِي الْمَضَـاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ النساء ٣٤

অর্থাৎ, "আর যাদের অবাধ্য হওয়ার তোমরা আশঙ্কা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং তাদেরকে প্রহার করো. যদি তাতে তারা তোমাদের অনুগতা হয়ে যায়, তাহলে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন চালাবার ছুতা তালাশ করবে না." (সূরা নিসাঃ ৩৪) এক ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কি? তখন তিনি বলেছিলেন,

((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاّ فِي الْبَيْتِ)) رواه أبوداود

অর্থাৎ, "তুমি যা খাবে, তাকেও তা-ই খাওয়াবে. তুমি যা পরিধান করবে, তাকেও তা-ই পরিধান করাবে. আর তার মুখমন্ডলে কখনই আঘাত করবে না. আর 'আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত করুক' বলবে না এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরেই থাকবে.." (অর্থাৎ, অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার জন্য বিছানা পৃথক করতে পারা যাবে, কিন্তু রুম পৃথক করা যাবে না. আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ২১৪২) তিনি আরো বলেন,

((أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "শোন, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো এই যে, তোমরা খেতে ও পরতে দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে." (তিরমিজী, হাদীসটি হাসান/ভাল. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ১১৬৩) অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, " কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে. যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে.." (মুসলিম)

২. দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেওয়া. যদি সে তা না জানে, কিংবা শিক্ষার মজলিসগুলোতে তাকে শরীক হওয়ার অনুমতি দেওয়া. কারণ, তার দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজন তার খাওয়ার প্রয়ো- জনের থেকে কম নয়. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾ التحريم ٦٦

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও." (৬৬ঃ ৬)

৩. ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে তাকে বাধ্য করবে. কাজেই পর্দাহীনভাবে চলাফেরা থেকে এবং মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সাথে বাধাহীনভাবে মেলামেশা থেকে তাকে বিরত রাখবে. কেননা, স্বামী হলো তার অভিভাবক. স্ত্রীর হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব তারই উপর অর্পিত. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ النساء ٣٤

অর্থাৎ, "পুরুষরা হলো স্ত্রীলোকের পরিচালক." (সূরা নিসাঃ ৩৪) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))

অর্থাৎ, "পুরুষ হলো স্ত্রীর অভিভাবক. তাকে তার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে." (বুখারী-মুসলিম)

দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার,

নিম্নে বর্ণিত স্বামীর অধিকারগুলো আদায় করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব. আর তা হলো,

১. আল্লাহর অবাধ্য ব্যতীত তার অনুসরণ করবে. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾

অর্থাৎ, "তারা যদি তোমাদের অনুগতা হয়ে যায়, তাহলে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন চলাবার ছুতা তালাশ করবে না." (৪ঃ ৩৪) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকলে, সে যদি আসতে অস্বীকার করে ফলে স্বামী যদি তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশতারা ঐ স্ত্রীর উপর প্রভাত পর্যন্ত অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকেন." (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا))

رواه الترمذي وابن ماجة

অর্থাৎ, "যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে নারীকে তার স্বামীকে সিজদা করার আদেশ দিতাম." (তিরমিযী -ইবনে মাজাঃ হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টবঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানীঃ ১১৫৯- ১৮৫৩)

২. স্বামীর মান-মর্যাদার সংরক্ষণ করবে. তার মাল, সন্তান-সন্ততি ও বাড়ীর সমস্ত কিছুর হেফাযত করবে. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ النساء ٣٤

অর্থাৎ, "আর যারা সৎ মেয়েলোক, তারা আনুগত্যপরায়ণা হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে." (সূরা নিসাঃ ৩৪)

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীর অভিভাবক. তাকে তার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে." (বুখারী-মুসলিম)

৩. স্বামীর বাড়ীতেই অবস্থান করবে. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ী থেকে বের হবে না. চক্ষুকে সব সময় অবনত রাখবে. উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না. অন্যায় থেকে স্বীয় হাতকে বাঁচিয়ে রাখবে. স্বামীর আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করবে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ الأحزاب ٣٣

অর্থাৎ, "আর তোমরা নিজেদের ঘরেই অবস্থান করো এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজ-গোজ দেখিয়ে বেড়িও না." (সূরা আহযাবঃ ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ الأحزاب ٣٢

অর্থাৎ, "বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করবে না, তাতে দুষ্ট মনের কোন ব্যক্তি লালসা করতে পারে." (সূরা আহযাবঃ৩২) তিনি অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ لا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ النساء ١٤٨

অর্থাৎ, "মানুষ খারাপ কথা বলুক, তা আল্লাহ তাআ'লা পছন্দ করেন না." (সূরা নিসাঃ ১৪৮) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ النور ٣١

অর্থাৎ, "হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বলো, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়; কেবল সেই সব জিনিস ছাড়া, যা আপনা হতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে." (সূরা নিসাঃ ৩১) নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((خَيْرُ النِّسَاءِ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا))

অর্থাৎ, "উত্তম নারী তো সেই, যার দিকে তাকালে তোমাকে আনন্দ দান করে. যখন কোন কিছুর নির্দেশ দাও, সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করে. আর যে নারী তোমার অনুপস্থিতিতে স্বীয় নাফ্সের ও মালের হেফাযত করে." (তাবরানী, হাদীসের সানাদ সহীহ)

আত্মীয়দের প্রতি আদব

মুসলিম তার আত্মীয়দের প্রতি ঐরূপ আদবের খেয়াল রাখে, যেরূপ তার পিতা-মাতার, সন্তান-সন্ততির ও ভাই-বোনদের প্রতি রাখে. তার খালা ফুফুর সাথে আপন মায়ের মত ব্যবহার করে. যেমন স্বীয় বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করে, অনুরূপ চাচা, খালু ও মামুদের সাথেও করে. এইভাবে মু'মিন ও কাফের সকল আত্মীয়দের সাথে সে সুন্দর ব্যবহার করে এবং তাদের প্রতি আদবের খেয়াল রাখে. বড়দের শ্রদ্ধা করে. ছোটদের স্নেহ প্রদর্শন করে. অসুস্থদের দেখতে যায়. শোকার্তদের সান্ত্বনা দেয়. বিপদগ্রস্থদের ধৈর্য ধারণের উৎসাহ প্রদান করে. তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে, সে তা জুড়ার প্রচেষ্টা করে. তার প্রতি তারা কঠোর হলেও, তাদের প্রতি সে হয় বিনয়ী. আর এ সবই সে করে কুরআন ও হাদীসে রাসূল ﷺ-এর শিক্ষার আলোকে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ النساء ١

অর্থাৎ, "সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট হতে নিজেদের হক্ব দাবী করো এবং আত্মীয়তারসূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাকো." (সূরা নিসাঃ ১) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ الروم ٣٨ وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ النحل ٩٠

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! আত্মীয়কে তার হক্ব পৌঁছিয়ে দাও. (সূরা রূমঃ৩৮) তিনি আরো বললেন, "আল্লাহ তাআ'লা সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের (সেলাহ রহমীর) নির্দেশ দিয়েছেন" (সূরা নাহলঃ ৯০) রাসূলুল্লাহ ﷺকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ কাজটি মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে? তিনি উত্তরে বললেন,

((تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করো না. আর নামায কায়েম করো ও যাকাত প্রদান করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে অটুট রাখো." (বুখারী-মুসলিম) তিনি এ কথাও বলেন যে,

((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ))

رواه الترمذي واين ماجة

(অনাত্মীয়) "অভাবীদের সাদক্বা করলে শুধু সাদক্বা করার নেকীই পাওয়া যায়. কিন্তু (অভাবী) আত্মীয়দেরকে সাদক্বা করলে, সাদকার নেকীর সাথে সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখার নেকীও পাওয়া যায়." (তিরমিযী-ইবনে মাজাঃ হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানীঃ ৬৫৮- ১৮৪৪) আসমা বিনতে আবূ বাকারের মুশরিক মা মক্কা থেকে মদীনায় এলে, আসমা ﵂ রাসূলুল্লাহ ﷺকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমি কি আমার মায়ের সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখবো? তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখো." (মুসলিম)

প্রতিবেশীদের প্রতি আদব

মুসলিম এ কথা স্বীকার করে যে, প্রতিবেশীর এমন কিছু অধিকার রয়েছে, যা পূর্ণরূপে প্রদান করা সকলের উপর ওয়াজিব. কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ النساء ٣٦

অর্থাৎ, "পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, এতীম ও মিসকীনদের প্রতি. আর আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতিও." (সূরা নিসাঃ ৩৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

((مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "আমাকে জিবরাইল এমনভাবে প্রতিবেশীদের ব্যাপারে অসীয়ত করতে ছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল, তিনি তাদেরকে ওয়ারিস (উত্ত- রাধিকার) বানিয়ে দিবেন." (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনকে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে."(বুখারী-মুসলিম) প্রতিবেশীর অধিকার হলো,

১. কথা ও কাজের দ্বারা তাকে আঘাত দিবে না. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনকে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে." (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) البخاري

অর্থাৎ, "আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়. আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়.জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে কে? বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়." (বুখারী)

২. তার প্রতি অনুগ্রহ করা. সুতরাং সাহায্য-সহযোগিতার কামনা করলে, সাহায্য ও সহযোগিতা করা. অসুস্থ হলে, দেখতে যাওয়া. খুশীর সময় অভিনন্দন পেশ করা. বিপদগ্রস্ত হলে, সবর করতে বলা. দেখা হলে, সালাম করা. নরমভাবে কথা বলা. তার ছেলেদের স্নেহ করা. তাকে সেই পথ প্রদর্শন করা, যে পথে রয়েছে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য. ভুল-ত্রুটি হলে, ক্ষমা করে দেওয়া. তার গোপনীয় জিনিসের পিছনে না পড়া. বাড়ী-ঘর তৈরীর ব্যাপারে, অথবা রাস্তা-ঘাটের ব্যাপারে তাকে সংকটে না ফেলা. নোংরা দুর্গন্ধময় জিনিস তার বাড়ীর সামনে ফেলে তাকে কষ্ট না দেওয়া. এ সবই তার প্রতিবেশীর প্রতি নির্দেশিত অনুগ্রহ করার বিষয়.

৩. ভাল ও কল্যাণ নিবেদন ক'রে তার সম্মান করা কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "হে মুসলিম নারীরা! কোন জিনিসকে তুচ্ছ মনে ক'রে তা প্রতিবেশীকে দেওয়া থেকে বিরত থেকো না, যদিও তা ছাগলের খুর হয়." (বুখারী-মুসলিম) একদা আবূ যার ﷺকে লক্ষ্য ক'রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "হে আবূ যার! ঝোল জাতীয় কোন জিনিস পাক করলে, তাতে পানি বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিবেশীকে তা পৌঁছাও." (মুসলিম) আর আয়েশা ﵂ যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার তো দু'জন প্রতিবেশী কার প্রতি হাদিয়া পেশ করবো? তিনি বললেন, "তাদের উভয়ের মধ্যে যার দরজা তোমার বেশী নিকটে তার প্রতি." (বুখারী)

৪. তার সম্মান ও ভক্তি করাঃ তাই তোমার দেওয়ালে সে খুঁটি রাখতে চাইলে বাধা দিবে না. তাকে আগে জিজ্ঞাসা না করে ও তার সাথে পরামর্শ না করে তার সংলগ্ন কোন জায়গা বা বাড়ী অন্য কাউকে বিক্রী করবে না, অথবা ভাড়া দিবে না. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَيَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِيْ جِدَارِهِ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "কোন প্রতিবেশী যেন তার অপর প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে খুঁটি রাখতে বাধা না দেয়." (বুখারী) তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِيْ حَائِطٍ فَلاَ يَبِيْعُ نَصِيْبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتىَّ يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيْكِهِ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "যার বাগানে অন্য কেউ শরীক থাকে, সে যেন তার বাগানের অংশ শরীককে জিজ্ঞেস না করে অপরকে বিক্রি না করে." (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ১৩১২)

মুসলিমের প্রতি আদব ও তার অধিকার

মুসলিম এ কথা বিশ্বাস করে যে, তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের এমন কিছু অধিকার রয়েছে, যা তার উপর ওয়াজিব. সুতরাং সেগুলোর সে যত্ন নেয় এবং তা আদায় করে. আর এই হক্ব ও অধিকারগুলো আদায় করাকে এমন ইবাদত বলে মনে করে, যদ্দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়. কারণ, এই আদব ও অধিকারগুলো আল্লাহই মুসলিমদের উপর ওয়াজিব করেছেন. আর এই আদব ও অধিকারগুলো হলো নিম্নরূপ-

১. দেখা হলে, বাক্যালাপের পূর্বে তাকে সালাম করবে. বলবে, "আস্ সালামো আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু" এবং তার সাথে মুসাফাহ করবে. আর "অ আলাইকুমুস্সালাম অরাহমাতুল্লাহি অবারা- কাতুহু' বলে সালামের উত্তর দিবে. কেননা, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ النساء ٨٦

অর্থাৎ, "আর কেউ যখন যথাযোগ্য সম্মান সহকারে তোমাদেরকে সালাম করবে, তখন তোমরা আরো উত্তমভাবে তার জাওয়াব দাও. অন্ততঃ অনুরূপভাবে তো বটেই." (সূরা নিসাঃ ৮৬)
নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى، وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "যে সাওয়ারীর উপরে যাবে, সে পদব্রজের যাত্রীকে সালাম করবে. আর যে পদব্রজে যায়, সে যে বসে আছে, তাকে সালাম করবে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম করবে." (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف)) متفق عليه

অর্থাৎ, "পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করবে." (বুখারী-মুসলিম)

২. হাঁচির পর সে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তাহলে তার উত্তরে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে. অতঃপর সে বলবে, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহ অ ইউ- সলেহ বালাকুম'. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لله وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কারো হাঁচি এলে, সে যেন বলে, 'আলহামদু লিল্লা-হ' এবং (উত্তরে) তার ভাই যেন বলে, 'য়্যারহামুকাল্লাহ' তারপর সে যেন বলে, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহ অ ইউসলেহ বালাকুম'." (বুখারী) আবূ হুরাইরা ﷺ বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাঁচি আসতো, তখন তিনি স্বীয় মুখমন্ডলে হাত অথবা কাপড় রাখতেন এবং শব্দকে দমন করতেন. (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৫০২৯)

৩. অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে এবং তার আরোগ্যের জন্য দুআ করবে. কেননা, রাসলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((حَـقُّ الْمُسْـلِمِ عَـلَى الْمُسْـلِمِ خَمْـسٌ، رَدُّ السَّـلاَمِ، وَعِيَـادَةُ الْمَـرِيْضِ، وَاتِّبَـاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "মুসলিমদের পারস্পরিক পাঁচটি অধিকার রয়েছে. আর তা হলো, সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর (আলহাদুলিল্লাহ বললে উত্তরে) 'য়্যারহামু- কাল্লাহ' বলা."(বুখারী-মুসলিম)

৪. মৃত্যু বরণ করলে, তার জানাযায় শরীক হবে. কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((حَـقُّ الْمُسْـلِمِ عَـلَى الْمُسْـلِمِ خَمْـسٌ، رَدُّ السَّـلاَمِ، وَعِيَـادَةُ الْمَـرِيْضِ، وَاتِّبَـاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, " মুসলিমদের একে অপরের প্রতি পাঁচটি অধিকার রয়েছে. আর তা হলো, সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা ও হাঁচির পর 'য়্যারহামু- কাল্লাহ' বলা." (বুখারী-মুসলিম)

৫. কোন কিছুর ব্যাপারে তার জন্য কসম খেলে, তা পূরণ করবে. যাতে সে তার কসমভঙ্গকারী না হয়. কেননা, বারা ইবনে আযেব ﷺ এর- হাদীসে বলা হয়েছে যে,

((أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, অসুস্থকে দেখতে যাওয়ার, জানাযায় শরীক হওয়ার, হাঁচির পর 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলার, কসম পূরণ করার, অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করার এবং দাওয়াত কবুল করার ও সালামের প্রচলন সৃষ্টি করার." (বুখারী-মুসলিম)

৬. কোন কিছুর সম্পর্কে বা কোন ব্যাপারে সে পরামর্শ চাইলে, তাকে সুপরামর্শ দিবে. অর্থাৎ, যা তার জন্য ঠিক ও কল্যাণকর বলে মনে করে, তা সুস্পষ্টভাবে তাকে বলে দিবে. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার অপর ভাইকে কোন পরামর্শ দিবে , তখন সে যেন তাকে সঠিক পরামর্শ দেয়." (বুখারী)

৭. যা নিজের জন্য ভালবাসে, তা তার জন্যও বাসবে. আর যা নিজের জন্য অপছন্দ করে, তা তার জন্যও অছন্দ করবে. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتىَّ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে, তা অন্য ভা'য়ের জন্যও বাসবে." (বুখারী- মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضاً)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য এমন একটি অট্টালিকার মত, যার একাংশ অন্যাংশকে শক্তি পৌঁছায়." (বুখারী-মুসলিম)

৮. তার সাহায্য করবে. যখনই সে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করবে, তখনই তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে. সাহায্য থেকে তাকে কোন সময় বঞ্চিত করবে না. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْماً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ الله أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْماً أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "তোমার ভাই অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত, তার সাহায্য করো." এক ব্যক্তি বললো, অত্যাচারিত হলে তার সাহায্য করবো. কিন্তু যে অত্যাচারী তার সাহায্য কেমনে করবো? তিনি বললেন, "তার হাতকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখো এবং তার মধ্যে ও তার কার্যকলাপের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করো. এটাই হবে তোমার তার (অত্যাচারীর) সাহায্য করা." (বুখারী) তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ ردّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন." (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ১৯৩১)

৯. কোন অনিষ্টকর বা অবাঞ্ছনীয় জিনিস যেন তাকে না পৌঁছে. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পত্তি এবং সম্ভ্রম অন্য মুসলিমের উপর হারাম (মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يُرَوِّعَ مُسْلِماً)) رواه أبوداود

অর্থাৎ, "কোন মুসলিমকে ভীত সন্ত্রস্ত করা অন্য মুসলিমের জন্য বৈধ নয়." (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৫০০৪) তিনি আরো বলেছেন,

((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "মুসলিম তো সেই, যার জিভ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে." (বুখারী-মুসলিম)

১০. তার সাথে নম্র আচরণ করবে. তার সাথে অহংকার প্রদর্শন করবে

না এবং তার বৈধ স্থান থেকে তাকে উঠিয়ে নিজে সেখানে বসবে না. কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ لقمان ١٨

অর্থাৎ, "লোকদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না. আর যমীনের উপর অহংকার সহকারে চলাফেরা করো না. আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না." (সূরা লুক্বমানঃ ১৮) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلاّ رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى))

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত নম্র হয়, আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন." (মুসলিম) তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রত্যেকের জন্য নম্র হতেন. কোন রকমের অহংকার ও দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি বিধবা নারী ও ফকীর-মিসকীনদের সাথে চলাফেরা করতেন. তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন. তিনি বলেছেন,

((لاَيُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ)) رواه البخاري ومسلم وفي مسند أحمد ((وَلَكِنْ تَوَسَّعُوْا وَتَفَسَّحُوْا))

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কোন ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে". (বুখারী-মুসলিম) মুসনাদ

আহমদ-এর বর্ণনায় এসেছে "বরং তোমরা নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি করে নিবে."

১১. তিন দিনের অধিক তার সাথে বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকবে না.

কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "কোন মুসলিমের জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে তিন রাতের (তিন দিন তিন রাত) বেশী বিচ্ছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়. এভাবে যে উভয়ে যখন মুখোমুখী হয়, তখন তারা একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়. আর তাদের উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেয়, সে-ই উত্তম." (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না. আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো." (বুখারী-মুসলিম)

১২. তার গীবত করবে না. তাকে ঘৃণা করবে না. তার গোপনীয় দোষ বর্ণনা করবে না. তার সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না. তাকে মন্দ খেতাবে ডাকবে না এবং মানুষের মাঝে ফিৎনা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে চুগলী ক'রে তার কোন কথাকে অন্যের নিকট পৌঁছে দিবে না. কারণ, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ الحجرات ١٢

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকো. আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না. আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে, তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো." (সূরা হুজুরাতঃ ১২) তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الحجرات ١١

অর্থাৎ, " হে বিশ্বাসিগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে. আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ

করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ. যারা (এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী..”(সূরা হুজুরাতঃ ১১) রাসূলুল্লাহﷺ সাহাবায়ে কেরামদেরকে লক্ষ্য ক’রে বললেন,

((أَتَدْرُوْنَ مَالْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, “তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত. তিনি বললেন, গীবত হলো, তোমার ভাইয়ের এমন প্রসঙ্গ তুলে ধরা, যা সে অপছন্দ করে. বলা হলো, আমি যা বলি, তা যদি সত্যিকার তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন,

তুমি যা বলো, তা যদি সত্যি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তুমি গীবত করলে. আর যদি সে জিনিস তার মধ্যে না থেকে থাকে, তাহলে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে.” (মুসলিম) তিনি শেষ হজ্জের বিদায়ী ভাষণে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, “তোমাদের রক্ত, বিষয়-সম্পত্তি এবং মান-সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম’ (মুসলিম) তিনি এ কথাও বলেছেন যে,

((لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "চুগোলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না." (বুখারী-মুসলিম)

১৩. জীবিত, অথবা মৃত কোন অবস্থায় তাকে গালি দিবে না. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "মুসলিমকে গাল-মন্দ করা ফাসেকী এবং তার সাথে খুনোখুনি করা কুফ্‌রী.' (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((لاَتَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না. যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে." (বুখারী)

১৪. তার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে না. তার ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা রাখবে না এবং তার গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করবে না.

কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ الحجرات ١٢

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকো. আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না. আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে."(সূরা হুজুরাতঃ ১২)

১৫. তাকে ধোঁকা দিবে না. তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং তার সাথে মিথ্যা বলবে না. কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ الأحزاب ٥٨

অর্থাৎ, "আর যেসব লোক মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে." (সূরা আহযাবঃ৫৮) নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهَا كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتىَّ يَدَعَهَا، إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "চারটি অভ্যাস যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফেক বিবেচিত হবে. আর যার মধ্যে চারটের একটি থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে একটি মুনাফেকী অভ্যাস আছে বলা হবে. অভ্যাসগুলো হলো, আমানতের খিয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, ওয়াদাচুক্তি ভঙ্গ করা এবং ঝগড়া বাধলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা." (বুখারী-মুসলিম)

১৬. উত্তম চরিত্রসহ তার জন্য যা কল্যাণকর, তা পেশ করবে এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করবে. সহাস্যে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে. তার অনুগ্রহ গ্রহণ করবে. তার দ্বারা অপ্রীতিকর কিছু

ঘটে গেলে, তা ক্ষমা করে দিবে এবং তার শক্তির ঊর্ধ্বে কোন কিছু তার উপর চাপাবে না. আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "সর্বত্র আল্লাহকে ভয় করো, মন্দ কাজ হয়ে গেলে, ভাল কাজ করো, তা পাপ মুছে দিবে এবং মানুষের সাথে সদাচরণ করো." (তির- মিজী, হাদীসটি হাসান/ভাল. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানী ১৯৮৭)

১৭. বড় হলে তাকে শ্রদ্ধা করো.আর ছোট হলে তার প্রতি রহম করো. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لَيْسَ مِنَّا مَن لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا)) رواه أحمد

অর্থাৎ "যে বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়." (আহমদ

কাফেরদের প্রতি আদব

মুসলিম এই ধারণা পোষণ করে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম হলো বাতিল ধর্ম. আর ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারীরা কাফের. একমাত্র ইসলাম হলো সত্য ধর্ম. এই ধর্মের অনুসারীরাই মু'মিন মুসলিম. কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ ﴾ آل عمران ١٩

অর্থাৎ, "আল্লাহর নিকট ইসলামই হলো একমাত্র ধর্ম." (সূরা আল ইমরানঃ ১৯) তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

آل عمران ٨٥

অর্থাৎ, "ইসলাম ব্যতীত যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার সেই পন্থা একেবারেই কবুল করা হবে না. এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে." (সূরা আল ইমরানঃ ৮৫) এ থেকেই প্রত্যেক মুসলিমের নিকট এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যারা ইসলামকে একমাত্র ধর্ম বলে মেনে না নিবে, তারা কাফের. তবে প্রত্যেক মুসলিমকে কাফেরদের প্রতি নিম্নে বর্ণিত আদবের খেয়াল রাখতে হবে.

১. কুফ্‌রীর উপর তার প্রতিষ্ঠিত থাকাকে সে মেনে নিবে না এবং তাতে সে সন্তুষ্টও থাকবে না. কারণ, কুফ্‌রীতে সন্তুষ্ট থাকাও কুফ্‌রী.

২. তাকে সে আন্তরিক ঘৃণা করবে, কেননা আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন. অতএব ভালবাসা আল্লাহর নিমিত্ত হবে এবং ঘৃণাও তাঁর নিমিত্তে হবে. কাজেই আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন বলেই মুসলিমরা তাকে ঘৃণা করবে.

৩. তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না. কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ آل عمران ٢٨

অর্থাৎ, "মু'মিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে." (সূরা আল ইমরানঃ ২৮) তিনি আরো বলেন,

﴿ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ المجادلة ٢٢

অর্থাৎ, "তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকা- লের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাতা করেছে. তারা তাদের পিতা-ই হোক, কিংবা তাদের পুত্র-ই হোক, বা তাদের ভাই-ই হোক, অথবা হোক তাদের বংশ-পরিবারের লোক." (সূরা মুজাদালাঃ ২২)

৪. যদি সে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ না করে, তাহলে তার সাথে উত্তম ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ الممتحنة ٨

অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেন না, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে নি. এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হতে বহিষ্কার করে নি. নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে পছন্দ করেন." (সূরা মুমতাহিনাঃ ৮)

৫. তার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করবে. সুতরাং ক্ষুধার্ত হলে, আহার করাবে. পিপাসিত হলে, পান করাবে. অসুস্থ হলে, দেখতে যাবে এবং ধ্বংস ও কষ্ট থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিবে. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اِرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

অর্থাৎ, "যমীনে আচরণশীল প্রত্যেকের উপর দয়া প্রদর্শন করো, তাহলে আসমানওয়ালা তোমার উপর রহম করবেন." (সিলসিলাতুল আহাদীস আস্সাহীহা ৯২৫-২/৫৯৪)

৬. তার মাল ও সম্ভ্রম লুঠে তাকে কষ্ট দিবে না, যদি সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে. কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِيْ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلاَ تَظَالَمُوْا...)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাআ'লা বলেন, হে আমার বান্দারা! আমি যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করে দিয়েছি. সুতরাং তোমরা পরস্পরের উপর যুলুম করো না." (মুসলিম)

৭. তাকে হাদিয়া দেওয়া এবং তার হাদিয়া কবুল করা জায়েয. আর ইয়াহুদী বা খ্রীস্টান হলে, তার খাবার খাওয়াও জায়েয. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ المائدة ٥

অর্থাৎ, "আহলে-কিতাবের খানা খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল." (সূরা মায়েদাঃ৫) অনুরূপ বিশুদ্ধভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺকে মদীনার এক ইয়াহুদী দাওয়াত করলে, তিনি তা গ্রহণ করেন এবং সে যা তাঁর জন্য পেশ করে, তা তিনি আহার করেন.

৮. কোন মু'মিনাহ মহিলার বিবাহ তার সাথে দেওয়া যাবে না. তবে ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের মহিলাদেরকে বিবাহ করা যাবে. কারণ, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ البقرة ٢٢١

অর্থাৎ, "নিজেদের কন্যাদেরকে মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিবে না. যতক্ষণ না তারা ঈমান আনবে." (সূরা বাক্বারাঃ ২২১) আর ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান মহিলাদের সাথে বিবাহ বৈধ হওয়ার প্রমাণ হলো, মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ المائدة ٥

অর্থাৎ, "পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সতী-সাধ্বী নারীরা তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান করো স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়." (সূরা মায়েদাঃ ৫)

৯. হাঁচির পর সে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ'বলে, তাহলে উত্তরে 'য়্যাহদী কুমুল্লাহ অ ইউলেহ বালাকুম' বলবে. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ইয়া- হুদীরা এই আশায় হাঁচি দিতো যে, তিনি তাদের উত্তরে 'য়্যারহামু কাল্লাহ' বলবেন. কিন্তু তিনি বলতেন, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহ অ ইউলেহ বালাকুম'.

১০. তাদেরকে আগে সালাম করবে না. তবে যদি তারা সালাম করে, তাহলে শুধু 'অ আলাইকুম' বলবে. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "আহলি-কিতাবদের কেউ যদি তোমাদেরকে সালাম করে, তাহলে তোমরা (উত্তরে) শুধু 'অ আলাইকুম'বলবে. (বুখারী-মুসলিম)

১১. কোন স্থানে তার সাথে সাক্ষাৎ হলে, তাকে আরো সংকীর্ণ রাস্তায় যেতে বাধ্য করবে. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَتَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদেরকে আগে সালাম দিবে না. যদি তাদের কারো সাথে কোন রাস্তায় সাক্ষাৎ হয়, তাহলে তাদেরকে আরো সংকীর্ণ রাস্তায় যেতে বাধ্য করবে." (মুসলিম)

১২. তাদের বিরোধিতা করবে. তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে না. রাসূলু- ল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) رواه أبو داود

অর্থাৎ, "যে কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই একজন বিবেচিত হয়." (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৪০৩১)

পশুজাতের প্রতি আদব

প্রত্যেক মুসলিমকে মনে করতে হবে যে, অধিকাংশ পশুই এক সম্মানিত সৃষ্টি. তাই সকলের উচিত হলো, তাদের প্রতি দয়া ও সমবেদনা প্রদর্শন করা এবং নিম্নে বর্ণিত আদবের খেয়াল রাখা.

১. ক্ষুধিত ও পিপাসিত হলে, পানাহার করানো. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে নেকী রয়েছে." (বুখারী-মুসলিম)

২. তার প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি শিশু পায়রার মাকে ডানা দু'টিকে নিয়ে ছটফট করা দেখে বলেছেন,

((مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا)) رواه أبو داود

অর্থাৎ, "কে এর বাচ্চা ধরে এনে একে ভীত সন্ত্রস্ত করেছো? তার বাচ্চা তার কাছে রেখে এসো." (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ২৬৭৫)

৩. জবাই অথবা হত্যা করার সময় তাকে আরাম দেওয়া. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের বেলায়ই করুণা করাকে ফরয বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন. তাই তোমরা যখন কোন প্রাণীকে হত্যা করবে, তখন উত্তমভাবে হত্যা করবে. আর যখন কোন প্রাণীকে জবাই করবে, তখন উত্তমভাবে জবাই করবে. আর তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার ছুরিকে শানিত করে নেয় এবং পশুকে আরাম দেয়." (মুসলিম)

৪. কোন প্রকারের আযাব ও শাস্তি তাকে দিবে না. যেমন, অত্যধিক ক্ষুধার্ত রাখা, মারধর করা বা তার শক্তির ঊর্ধ্বে বহন করানো এবং তাকে আগুনে পুড়ানো ইত্যাদি. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "একটি মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে, যাকে সে আবদ্ধ রেখেছিল. আবদ্ধ অবস্থায় তাকে সে পানাহার করায়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যে সে যমীনে আচরণশীল কীট-পতঙ্গ আহার করবে. ফলে ক্ষুধার্তজনিত

দুর্বলতায় সে মারা যায়" (বুখারী-মুসলিম) অনুরূপ রাসূল ﷺ পিঁপড়ার একটি জ্বলিত বাসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন,

((إِنَّهُ لاَيَنْبَغِيْ أَن يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إلاّ رَبُّ النَّارِ)) رواه أبوداود

অর্থাৎ, "আগুনের প্রভু ব্যতীত অন্য কারো আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার নাই." (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ২৬৭৫)

৫. অনিষ্টকর পশু-পাখি হত্যা করা জায়েয. যেমন, কামড়ানো কুকুর, বাঘ, সাপ, বিছে ও ইঁদুর ইত্যাদি. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يَقْتُلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: اَلْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ الْحُدَيَّا)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "পাঁচটি দুষ্টপ্রকৃতির প্রাণীকে হালাল ও হারাম উভয় স্থানে হত্যা করা জায়েয. আর তা হলো, সাপ, বিছে, দাঁড়কাক, কামড়ানো কুকুর এবং চিল." (বুখারী-মুসলিম)

৬. উট, গরু ও ছাগলের কানে কোন ভাল উদ্দেশ্যে দাগা জায়েয. কারণ, এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে সাদক্বার উটকে দেগে ছিলেন. তবে উক্ত পশু ব্যতীত অন্য কোন পশুকে দাগা জায়েয নয়. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখমন্ডলে দাগিত এক গাধাকে দেখে বললেন,

((لَعَنَ اللهُ الَّذِيْ وَسَمَهُ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষণ হোক, যে এই গাধাটাকে দেগেছে" (মুসলিম)

৮. পশুদের নিয়ে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর আনুগত্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়বে না. কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾

المنافقون ٩

অর্থাৎ, হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে যেন আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়." (সূরা মুনাফিকুনঃ৯) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اَلْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَ نِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُوْرِهَا وَلاَ رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَ أَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ، إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ، حَسَنَاتٌ وَ كُتِبَ لَهُ، عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَسَنَاتٌ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ، عَدَدَ آثَارِهَا وَ أَرْوَاثِهَا، حَسَنَاتٌ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "ঘোড়া তিন ভাগে বিভক্ত.কিছু ঘোড়া তো তাদের মালিকের জন্য বোঝায় পরিণত হবে. আর কিছু ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য আবরণ হবে. আবার কিছু ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য প্রতিদান হবে. যেসব ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য বোঝা ও গুনাহে পরিণত হবে, তা হচ্ছে সেই সব ঘোড়া, যাদেরকে তার মালিক কেবল লোক দেখাবার জন্য, গর্ব করার জন্য এবং মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য পালন করে. এ ধরনের ঘোড়া তার জন্য বোঝা. আর যেসব ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণ হবে, তা হচ্ছে এমন সব ঘোড়া যাদেরকে মালিক পালন করে আল্লাহর পথে (ব্যবহারের জন্যে) তাদের পিঠ ও ঘাড়ের ব্যাপারে আল্লাহ যে অধিকার নির্ধারণ করেছেন তাও ভুলে না. এ ধরনের ঘোড়া হচ্ছে মালিকের জন্য আবরণ. আর যে সব ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য প্রতিদান ও নেকীর কারণ হবে, তা হচ্ছে এমন সব ঘোড়া যাদেরকে মালিক আল্লাহর পথে মুসলিমদের (জেহাদের) জন্য সবুজ শ্যামল চারণ ক্ষেত্রে অথবা বাগানে ছেড়ে দেয়. প্রতিদিন তারা ঐ চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে যে পরিমাণ ঘাস পাতা খায় তার প্রত্যেকটি ঘাসের পাতার বিনিময়ে তার জন্য নেকী লেখা হয়. আর সারা দিন তারা যতবার পেশাব করে ও মল ত্যাগ করে ততবারই তার জন্য নেকী লেখা হয়. আর সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু'টি ময়দান অতিক্রম করবে তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে.. (বুখারী-মুসলিম) এই হলো পশুজাতের প্রতি কতিপয় আদবের কথা, যা প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ক'রে এবং সেই শরীয়তের

নির্দেশের উপর আমল ক'রে পালন করে, যে শরীয়ত প্রত্যেক মানুষ এবং পশু-পাখি সহ সকল সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত ও কল্যাণের বার্তা বহন করেছে.

মজলিস ও বসার আদব

মুসলিমদের সম্পূর্ণ জীবন পরিচালিত হবে ইসলামী তরীকা অনুযায়ী. ইসলাম মুসলমানদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে তুলে ধরেছে. এমন কি তাদের পারস্পরিক বসার তরীকা ও পদ্ধতি কেমন হবে, সে কথাও তুলে ধরা হয়েছে. সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমকে মজলিস ও বসার ব্যাপারে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত আদবগুলো মেনে চলতে হবে. আর তা হলো,

১. মজলিসে এসে সেখানে উপস্থিত সকলকে আগে সালাম করবে. তারপর বসবে. কোন ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসবে না. কারণ রাসলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَيُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ)) رواه البخاري ومسلم وفي مسند أحمد ((وَلَكِنْ تَوَسَّعُوْا وَتَفَسَّحُوْا))

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কোন ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে." (বুখারী-মুসলিম) মুসনাদ আহমদ-এর বর্ণনায় এসেছে, "বরং তোমরা নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি করে নিবে." ইবনে উমারের জন্য কোন ব্যক্তি যদি

নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যেত, তাহলে তিনি সেখানে বসতেন না. অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَن يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاّ بِإِذْنِهِمَا))

অর্থাৎ, "দুই ব্যক্তি (এক সঙ্গে বসে থাকলে) তাদের অনুমতি ব্যতীত মধ্যস্থলে বসে তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা কারো জন্য বৈধ নয়." (আবূ দাউদ-তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৪৮৪৫-২৭৫২)

২. কোন ব্যক্তি তার স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যদি আবার সেখানে ফিরে আসে, তাহলে উক্ত জায়গার সে-ই বেশী অধিকারী. যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "কেউ যদি তার জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আবার সেখানে ফিরে আসে, তাহলে সেই স্থানের অধিকার তারই সব চেয়ে বেশী." (মুসলিম)

৩. বৃত্তের মাঝখানে বসবে না. কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি অভিস- ম্পাত বর্ষণ করেছেন যে বৃত্তের মাঝখানে বসে. (আবূ দাউদ, হাদীসটি দুর্বল. দ্রষ্টব্যঃ যাঈফ সুনানে আবূ দাউদ ৪৮২৬)

৪. মজলিসে বসে থাকা অবস্থায় যেসব আদবের খেয়াল রাখতে হয়, তা হল, মসলিসে বসে দাঁতের খিলাল করবে না. নাকে আঙ্গুল দিবে না. খাঁকার ও থুথু ফেলা থেকে বিরত থাকবে. বেশী নড়াচড়া না করে

স্থির- ভাবে বসে থাকবে. সঠিক কথা বলতে প্রচেষ্টা করবে. নিজের ও তার পরিবারবর্গের সৌন্দর্যকে বয়ান করবে না এবং অন্য কেউ তার সাথে কথা বললে, তার কথাকে না কেটে নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করবে.

মুসলিম দু'টি কারণের ভিত্তিতে উক্ত আদবসমূহের যত্ন নেয়. আর তা হলোঃ

(ক) যাতে করে তার কোন ভাই তার আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে কোন কষ্ট না পায়. কারণ মু'মিনকে কষ্ট দেওয়া হারাম. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "মুসলিম তো সে-ই, যার হাত ও জিভের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে." (বুখারী-মুসলিম)

(খ) যাতে করে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও ভক্তি সৃষ্টি হয়. কেননা, ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে আপসে প্রেম ও ভালবাসা সহকারে জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়েছে.

রাস্তার পাশে বসলে তার আদব

১. দৃষ্টি অবনত রাখবে. কাজেই কোন নারীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না. আর না কারো প্রতি ঈর্ষাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে অথবা ঘৃণার চোখে দেখবে.

২. পথিকদের কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখবে. তাই কোন ব্যক্তিকে জিভ দ্বারা গালি দিয়ে অথবা তার খারাপ কিছু

তুলে ধরে কিংবা হাত দিয়ে প্রহার ক'রে বা কারো মাল ছিনিয়ে এবং পথিকদের চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে কোন কষ্ট দিবে না.

৩. যাত্রীরা সালাম দিলে, তাদের সালামের উত্তর দিবে. কারণ, সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব.মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ النساء ٨٦

অর্থাৎ, "আর কেউ যখন যথাযোগ্য সম্মান সহকারে তোমাদেরকে সালাম করবে, তখন তোমরা আরো উত্তমভাবে তার জাওয়াব দাও. অন্ততঃ অনুরূপভাবে তো বটেই." (সূরা নিসাঃ ৮৬)

৪. কোন ভাল কাজ কাউকে ত্যাগ করতে দেখলে, তা করার নির্দেশ দিবে. কারণ, এটা তার দায়িত্ব. অনুরূপ ভাল কাজের আদেশ দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয. যেমন, মনে করুন, আযান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিরা অথবা যাত্রীরা কেউ নামাযের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে না. এমতাবস্থায় তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া তার উপর ওয়াজিব.

৫. তার সামনে কাউকে কোন মন্দ কাজ করতে দেখলে, তা থেকে তাকে বাধা প্রদান করবে. কারণ, মন্দ কাজের বাধা প্রদান করাও মুসলি- মদের কর্তব্য. যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা রোধ করে." (মুসলিম) যেমন মনে করুন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তার সামনে অন্যায়ভাবে প্রহার করছে বা তার মাল

ছিনিয়ে নিচ্ছে, এমতাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় যে, সাধ্যানুসারে সে তাকে এই অন্যায় থেকে বাধা প্রদান করবে.

৬. বিপথগামীকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে.

উপরোক্ত সমূহ আদবের দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (নিম্নের) এই বাণী,

((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إلاّ المَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا، قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ)) رواه البخاري ومسلم وفي رواية أبي داود: وَتُغِيْثُوْا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ))

অর্থাৎ, (সাহাবায়ে কেরামদেরকে লক্ষ্য করে বললেন) "রাস্তায় বসা থেকে তোমরা নিজেদেরকে দূরে রাখো. তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তায় বসা থেকে বাঁচার আমাদের কোন উপায় নাই. আমরা রাস্তায় বসে আপসে কথাবার্তা বলি. রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যখন রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছো, তখন রাস্তার অধিকার আদায় করবে. তাঁরা (সাহাবীগন) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার আবার অধিকার কি? তিনি বললেন, "দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করা." (বুখারী-মুসলিম) আবূ

দাউদ-এর বর্ণনায় এসেছে, "আর অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করো এবং বিপথগামীকে সঠিক পথের সন্ধান দিও".

মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার সময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নেওয়াও বসার আদবের অন্তর্ভুক্ত. হতে পারে মজলিসে থাকা- কালীন কেউ তার দ্বারা কষ্ট পেয়েছে, কাজেই ক্ষমা চেয়ে নিলে তার এই ত্রুটির কাফফারা হয়ে যাবে. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন,

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) رواه الترمذي

(সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা অ বিহামদিকা আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইকা) অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি. আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই. আর তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি." আর এই দুআ পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, "এতে মজলিসে সংঘটিত ত্রুটির কাফফারা হয়ে যায়." (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ৩৪ ৩৩)

পানাহারের আদব

মুসলিম পানাহার সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে যে, এটা অন্য এক মহান লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম মাত্র. পানাহারই প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়. সুতরাং সে পানাহার করে দৈহিক সুস্থতা ও সবলতা অর্জনের জন্য, যা তাকে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনে সক্ষম করবে. আর এই ইবাদত তাকে পারলৌকিক সম্মান ও পরম সৌভাগ্য লাভের অধিকারী বানাবে. তাই সে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির চাহিদার দাবীতে ও পানাহারই প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে তা গ্রহণ করে না. বরং পানাহারের ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত বিশেষ আদবগুলোর যত্ন নেয়. আর তা হলো,

(ক) পানাহারের পূর্বের আদব,

১. খাদ্য যেন হালাল পন্থায় উপার্জিত হয়. হারামের কোন লেশমাত্র যেন না থাকে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ البقرة ١٧٢

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! যেসব পবিত্র দ্রব্যাদি আমি তোমাদের দান করেছি, তা অসংকোচে খাও." (সূরা বাক্বারাঃ ১৭২) আর পবিত্র বলতে এমন হালাল দ্রব্যাদি, যা ঘৃণ্য ও নোংরাজাতীয় হবে না. রাসূলু- ল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "যে গোশত হারাম খাদ্যে উৎপাদিত, জাহান্নামই তার হকদার বেশী." (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী)

২. পানাহারের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনে শক্তি অর্জন. নিয়তের গুণে এই আহারাদি আল্লাহর আনুগত্যে পরিণত হবে, যাতে সে নেকী পাবে.

৩. খাওয়ার পূর্বে হস্তদ্বয় ধুয়ে নিবে, যদি তাতে নোংরাজাতীয় কোন কিছু লেগে থাকে কিংবা তা পবিত্র আছে কি না, তা যদি তার জানা না থাকে.

৪. যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনয় সহকারে বসতেন, সেইভাবে বসবে. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "আমি হেলান দিয়ে খাই না." (বুখারী)

৫. খাবার যা উপস্থিত পাবে, তা সন্তুষ্টচিত্তে আহার করবে. কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করবে না. কারণ, আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন,

((مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি. রুচিসম্মত হলে, আহার করেছেন, অন্যথায় বর্জন করেছেন." (বুখারী -মুসলিম)

৬. মেহমান অথবা স্ত্রী কিংবা সন্তানাদি বা বাড়ীর চাকরকে সাথে নিয়ে এক সঙ্গে খাবে. রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের ভিন্ন ভিন্ন খাওয়ার কথা শুনে) বলেছিলেন,

((فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ)) رواه أبوداود وابن ماجة

"তোমরা এক সঙ্গে আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) আহার করো, তাতে তোমাদেরকে বরকত দান করা হবে." (আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাঃ হাদীসটি হাসান/ভাল. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা আলবানীঃ ৩৭৬৪-৩২৮৬)

(খ) খাওয়াকালীন আদব,

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া আরম্ভ করবে. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِيْ أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ:بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)) رواه أبوداود والترمذي

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ খাওয়া আরম্ভ করে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে আরম্ভ করে. যদি প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায়, তাহলে যেন বলে, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অ আখিরাহু'. (আবূ দাউদ, তিরমিজীঃ হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ৩৭৬৭- ১৮৫৮)

২. খাওয়ার শেষে মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَكَلَ طَعَاماً وَقَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) رواه الترمذي وابن ماجة

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি খাওয়ার শেষে, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্বআ'- মানী হাযা অরাযাক্বানী-হ, মিন গায়রি হাওলিম্মিন্নী অলা ক্বুওয়া' (সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে এই খাদ্য আহার করালেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোন উপায় উদ্যোগ এবং ছিল না কোন শক্তি সামর্থ্য) বলে, তার বিগত সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়.' (তিরমিযী, ইবনে মাজাঃ হাদীসটি হাসান/ভাল. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানীঃ ৩৪৫৮-৩২৮৫)

৩. ডান হাত দিয়ে তিন আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করবে. ছোট ছোট লুকমা উঠিয়ে ভালভাবে চিবাবে. অনুরূপ নিজের দিক থেকে খাবে, প্লেটের মধ্য থেকে নয়. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ (উমার ইবনে সালামা নামক এক শিশুকে খাওয়ার আদব শিক্ষা দিতে গিয়ে) বললেন,

((يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ)) متفق عليه

"হে বৎস! আল্লাহর নাম নিয়ে ডান হাত দিয়ে নিজের দিক থেকে খাও." (বুখারী-মুসলিম)

৪. খাদ্যের কোন কিছু যদি পড়ে যায়,তাহলে তা থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে নিয়ে তা খেয়ে নিবে. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "যদি তোমাদের কারো লুকমা পড়ে যায়, তাহলে সে যেন তা উঠিয়ে নেয় এবং পরিষ্কার করে যেন খেয়ে নেয়. শয়তানের জন্য যেন তা ছেড়ে না দেয়." (মুসলিম)

৫. গরম খাদ্য ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করবে না এবং ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত তা আহারও করবে না. পান করাকালীন পানির পাত্রে শ্বাস ছাড়বে না. কারণ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত যে,

((أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ)) رواه الترمذي وأبوداود

অর্থাৎ, "নবী করীম ﷺ পানাহারের পাত্রে শ্বাস ছাড়তে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন." (তিরমিযী, আবূ দাউদঃ হাদীসটি সহীহ.

দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও আবূ দাউদ আলবানীঃ ১৮৮৮-৩৭২৮)

৬. অত্যধিক পেটপূরে খাওয়া থেকে বিরত থাকবে. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ)) رواه الترمذي وابن ماجة

"মানুষের ভরা পেটের অপেক্ষা খারাপ পাত্র আর নাই. মানুষের পিঠ সোজা রাখার জন্য কয়েকটি গ্রাসই তো যথেষ্ট. এর পরও যদি কিছু ভরার প্রয়োজন হয়, তবে পেটকে তিন ভাগে ভাগ করে নিবে. এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, অপর অংশ পানীয় এবং অন্য অংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রেখে দিবে." (তিরমিযী, ইবনে মাজাঃ হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানীঃ ২৩৮০-৩৩৪৯)

৭. মজলিসে বয়োজ্যেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকলে, তাঁর আগে পা- নাহার আরম্ভ করবে না. কারণ, এটা আদবের পরিপন্থী.

৮. খাওয়াকালীন অন্যান্য সাথী-সঙ্গীদের প্রতি তাকাতাকি করবে না এবং খাওয়ার সময় তাদের পর্যবেক্ষণ করবে না. কারণ, এতে তারা লজ্জাবোধ করবে.

৯. খাওয়ার সময় এমন কোন কাজ করবে না, যা স্বাভাবিকভাবে মানুষ ঘৃণা করে. কাজেই খাওয়াকালীন পাত্রে হাত ঝাড়বে না. অনুরূপ মাথাকে প্লেটের বেশী নিকটে আনবে না, যাতে মুখের খাবার প্লেটে না পড়ে. আর দাঁত দিয়ে রুটির কোন অংশ কামড়ে ধরলে, তার বাকী অংশটুকু যেন প্লেটে না পড়ে, তারও খেয়াল রাখবে. অনুরূপভাবে খাওয়াকালীন ঘৃণিত ও জঘণ্য বাক্য ব্যবহার করবে না, যাতে তার সাথী-সঙ্গীর কোন কষ্ট না হয়.

(গ) খাওয়ার পরের আদব

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ ক'রে খুব পেট- পুরে খাবে না.

২. হাতকে চেটে নিবে, অথবা মুছে নিবে, যাতে তাতে কোন কিছু অবশিষ্ট না থাকে. অতঃপর ভালভাবে পরিষ্কার করে নিবে.

৩. খাদ্যের কোন কিছু পড়ে গেলে, উঠিয়ে নিবে. কারণ, এটা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়.

৪. দাঁতের খিলাল ও কুলি করবে. কারণ, এটা মুখের জন্য ভাল.

৫. পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং যে খাওয়ালো তার জন্য এই দুআটি করবে.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ)) رواه مسلم

((আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা-রাযাক্বতাহুম অগফির লাহুম অরহামহুম)) অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! তুমি তাদের রুজীতে বরকত দাও. তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের প্রতি রহম করো." (মুসলিম)

সফরের আদব

সফর করা হলো মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য এক প্রয়োজনীয় ব্যাপার. হজ্জ ও উমরাহ, যুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান অন্বেষণ এবং আত্মীয়-স্বজনের যিয়ারত করা ইত্যাদিগুলো এমনই জিনিস, যার জন্য সফর করা অত্যাবশ্যক. তাই ইসলাম সফরের বিধান ও তার আদবসমূহের ব্যাপারে বিরাট গুরুত্ব দিয়েছে. প্রত্যেক সৎ মুসলিমের কর্তব্য এগুলো শেখা এবং তা বাস্তবায়ন করা. সফরের বিধানগুলো নিম্নরূপ,

১. চার রাকআত নামাযগুলো কসর ক'রে দু'রাকআত করে পড়বে. তবে মাগরিবের কোন কসর না করে, তা তিন রাকআতই পড়বে. কসর সেখান থেকেই আরম্ভ হবে, যেখানে মুসাফির বসবাস করছে. আর স্বীয় বাসস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত কসর অব্যাহত রাখতে পারবে. কিন্তু সে যে শহরে যাচ্ছে সেখানে যদি চার দিন ও তার অধিক অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে সে কসর না করে পুরো নামাযই পড়বে. অতঃপর আবার যখন সে স্বীয় শহর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন নিজ গন্তব্যস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত কসর করতে পারবে. মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ النساء ١٠١

অর্থাৎ, "আর যখন তোমরা সফরে বের হবে, তখন নামায কসর করে পড়লে কোন দোষ নাই." (সূরা নিসাঃ ১০১) অনুরূপ আনাস ﷺ বলেছেন,

((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ مِنَ المَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِيْنَةِ)) رواه البخاري ومسلم

"আমরা যখন রাসলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা যাই, তখন তিনি চার রাকআ'ত নামাযগুলো কসর ক'রে দু'রাকআ'ত করে পড়েছিলেন. আর মদীনা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি কসর অব্যাহত রেখেছিলেন." (বুখারী-মুসলিম)

২. মুসাফিরদের জন্য তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয. আলী ﷺকে মোজার উপর মাসাহ করার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি) বললেন,

((جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ))

رواه مسلم

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসাফিরদের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং বাড়ীতে অবস্থানকারীর জন্য এক দিন এক রাত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছেন." (মুসলিম)

৩. পানি না পেলে বা পানি সংগ্রহ করা কষ্টকর হলে কিংবা পানির দাম অত্যধিক বেড়ে গেলে, তায়াম্মুম করবে. যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾

النساء ٤٣

অর্থাৎ, "আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাকো কিংবা পথিক অবস্থায় থাকো অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাকো, আর তারপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো এবং তা দ্বারা নিজের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ করো." (সূরা নিসাঃ ৪৩)

৪. রমযান মাসে রোযা ত্যাগ করতে পারবে. কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ البقرة ١٨٤

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা ভ্রমণকার্যে লিপ্ত থাকলে, অন্য সময়ে এই দিনগুলোর রোযা পূরণ করবে."(সূরা বাক্বারাঃ ১৮৪) অর্থাৎ, অন্য দিনে ত্যাগকৃত রোযার কাযা করবে.

৫. সাওয়ারীর উপর নফল নামায জায়েয, তাতে সাওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন. কারণ ইবনে উমার ﷺ বলেছেন,

((أَنّ رَسُوْلُ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ سُبْحَتَهُ (النافلة) حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتَهُ))

رواه مسلم

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীর উপর নফল নামায পড়তেন. আর তার মুখ এদিক ওদিক হতে থাকতো." (মুসলিম)

৬. যোহর, আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাযকে একত্রে পড়া মুসা- ফিরের জন্য জায়েয. আর এটা দুইভাবে হয়. যেমন, যোহরের সাথে আসর এবং মাগরিবের সাথে এশাকে পড়ে নেওয়া. একে বলা হয় জামআ' তাক্বদীম তথা অগ্রিম পড়ে নেওয়া. কিংবা যোহরের নামাযকে আসরের সাথে আসরের সময়ে এবং মাগরিবের নামাযকে এশার সাথে এশার সময়ে পড়া. একে বলা হয় জামআ' তা'খীর তথা বিলম্ব করে পড়া. মুআয ﷺ বলেছেন,

((خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ الله ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكٍ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ـ جَمِيْعاً وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعاً)) رواه مسلم

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাবুক সফরে গিয়েছিলাম. তখন তিনি যোহর ও আসরকে এক সাথে এবং মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়েছিলেন." (মুসলিম)

সফরের আদব

১. দাবী পূরণ করবে এবং আমানত তার মালিকের নিকট পৌঁছে দিবে. কারণ, সফরে ধ্বংসের আশঙ্কা থাকে.

২. সফরের পাথেয় যেন হালাল পন্থায় সঞ্চয় করে থাকে.স্বীয় স্ত্রী, সন্তা- নাদি ও পিতা-মাতা সহ যাদের ব্যয়ভার তার উপর ওয়াজিব, তাদের ব্যয় করার মত জিনিস রেখে যাবে.

৩. পরিবারবর্গ এবং ভাই ও বন্ধুদের নিকট থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাদের জন্য এই দুআটি করবে.

((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ)) رواه أبوداود

(আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকুম অ আমা-নাতাকুম অ খাওয়াতীমা আ'মা-লিকুম) অর্থাৎ, "আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানতসমূহ এবং তোমাদের আমালের সমাপ্তিপর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি." (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ২৬০১) আর বিদায়দাতারা তার জন্যও এইভাবে দুআ করবে যে, আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়ার দ্বারা ভূষিত করুন! তোমার গুনাহ ক্ষমা করুন এবং যেখানেই তুমি থাকো তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيْمَ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ إِذا اسْتُوْدِعَ شَيْئاً حَفِظَهُ))

رواه أحمد

"লুকমান হাকীম বলতেন যে, মহান আল্লাহর হিফাযতে কোন কিছু ছেড়ে গলে, তিনি তার হিফাযত করেন." (আহমদ) আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে বিদায় দিলে বলতেন,

((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ)) رواه الترمذي

(আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা অ আমা-নাতাকা অখাওয়াতীমা আ'মা- লিকা) অর্থাৎ, "আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তিপর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি." (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ৩৪৪৩)

৪. তিনজন বা চারজন কিংবা তারও অধিক উপযুক্ত সঙ্গী সহ সফর করবে. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ)) رواه الترمذي وأبوداود

অর্থাৎ, "একজন সাওয়ার হচ্ছে একটি শয়তান. আর দু'জন সাওয়ার দু'টি শয়তান. আর তিনজন সাওয়ার হচ্ছে কাফিলা." (তিরমিজী ও আবূ দাউদ, হাদীসটি হাসান/ভাল. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও আবূ দাউদ আলবানীঃ ১৬৭৪-২৬০৭) তিনি আরো বলেছেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "একাকিত্বের কঠিনতা যা আমি জানি, মানুষ যদি তা জনতো,তাহলে কেউ রাতে একা সফর করতো না." (বুখারী)

৫. একাধিক মুসাফির হলে, তারা আপসে পরামর্শ করে তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নিবে, যে তাদের নেতৃত্ব দিবে. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ)) رواه أبوداود

অর্থাৎ, "যদি তিনজন সফরে বের হয়, তাহলে তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নেয়." (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ২৬০৮)

৬. সফরের পূর্বে ইস্তিখারার নামায পড়ে নিবে. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসাল্লাম সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন. তিনি তাঁদেরকে প্রত্যেক ব্যাপারে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মত ইস্তিখারার নামায শিক্ষা দিতেন.' (বুখারী)

৭. সাওয়ারীর উপর আরোহণ করার সময় তিনবার তকবীর পাঠ করে এই দুআটি পড়বে.

((سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالخَلِيْفَةُ فِي الْأَهلِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِن وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ)) مسلم

((সুবহা-নাল্লাযী সাখ্যারা লানা- হাযা অমা-কুন্না-লাহু মুক্বরিনীন অ ইন্না- ইলা-রাব্বিনা-লামুনক্বালিবূন, আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাসআলুকা ফী সাফারিনা- হাযা আল-বির্‌রা অত্তাক্বওয়া অ মিনাল আমালি মা-তারযা, আল্লা-হুম্মা হাউবিন আলাইনা- সাফারিনা- হাযা অত্বি আন্না-বু'দাহু আল্লাহ-হুম্মা আন্তাস্‌সাহিবু ফিস্‌সাফারি অলখালীফাতু ফিল আহলি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অ'ষা-য়িস্‌সাফার অ কা-আবাতিল মানযার অ সূ-য়িল মুনক্বালিবি ফিল মা-লি অল আহলি))

অর্থাৎ, "মহান পবিত্র তিনি, যিনি আমাদের জন্য এই জিনিসগুলোকে অধীননিয়ন্ত্রিত বানিয়ে দিয়েছেন. নতুবা আমরা তো এগুলোকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না. আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যেতে হবে. হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য ও তাকওয়ার প্রার্থনা জানাই এবং এমন আমলের সামর্থ্য তোমার নিকট কামনা করি, যা তুমি পছন্দ করো. হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই যাত্রাকে সহজ সাধ্য

করে দাও এবং তার দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও. হে আল্লাহ! তুমি এই সফরে আমাদের সাথী, আর আমাদের পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদের তুমি রক্ষণাবেক্ষণকারী হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত দৃশ্য দর্শন হতে ও প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন থেকে." (মুসলিম)

৮.বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম দিকে সফরে বের হবে. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا)) رواه أبوداود والترمذي

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে দিনের প্রথমাংশে বরকত দান করো." (আবূ দাউদ,তিরমিজীঃ হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ২৬০৬- ১২ ১২)অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম দিকে সফরে বের হতেন.

৯. যখনই কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করবে, তকবীর পাঠ করবে. যেমন আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত. তিনি বলেছেন,

((أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ الله إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِيْ، قَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى الله، وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ)) رواه الترمذي وابن ماجة

অর্থাৎ, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফর করবো. তাই কিছু উপদেশ দিন. তিনি বললেন,

তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং যখনই কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করবে, তকবীর পাঠ করবে." (তিরমিজী-ইবনে মাজাঃ হাদীসটি হাসান/ভাল. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানী ৩৪৪৫-২৭৭১)

১০. কাউকে ভয় করলে নিম্নের দুআটি পড়বে.

((اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ)) رواه أبوداود

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমরা শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতি সাধনের মুকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি." (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ১৫৩৭)

১১. সফরে খুব বেশী বেশী দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করবে. কেননা, সফরে দুআ গৃহীত হয়. যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ)) رواه الترمذي وابن ماجة

অর্থাৎ, "তিন ব্যক্তির দুআ নিঃসন্দেহে গ্রহণ হয়. অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার দুআ." (তিরমিজী ও ইবনে মাজাঃ হাদীসটি হাসান/ভাল. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা আলবানীঃ ১৯০৫-৩৮৬২)

১২. যখন কোন স্থানে অবতরণ করবে, তখন পড়বে,

((أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)) مسلم

((আউযু বিকালিমা-তিল্লাহিত্তা-ম্মা-তি মিন শার্‌রি মা-খালাক্ব))

অর্থাৎ, "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি." (মুসলিম) আর যখন রাত ঘনিয়ে আসবে, তখন বলবে,

يَا أَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ، إِنِّيْ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَ شَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ، وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِن وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ)) رواه أحمد و أبوداود

((ইয়া-আরযু রাব্বী অ রাব্বরকাল্লা-হ্, ইন্নী আউযু বিল্লাহি মিন শার্‌রিক অ শার্‌রি মা-ফীক অ শার্‌রি মা-খুলিক্বা ফীক অ শার্‌রি মা-ইয়াদুব্বু আলাইক অ আউযু বিল্লা-হি মিন শার্‌রি আসাদিন অ আসওয়াদিন অ মিনাল হায়্যাতি অল আক্বরাব অ মিন সা-কিনিল বালাদি অ মিন ওয়ালিদিন অমা- অলাদ))

অর্থাৎ, "হে যমীন! তোমার ও আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ. আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার অনিষ্টকারিতা থেকে, তোমার ভিতরে যা আছে, তার অনিষ্টকারিতা থেকে এবং তোমার উপর যা কিছু চরে বেড়ায়, তার অনিষ্টকারিতা থেকে. আর আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বাঘ ও কাল সাপ থেকে এবং অন্য সব রকমের সাপ বিচ্ছু থেকে, আর শহরবাসীদের অনিষ্টকারিতা থেকে এবং জন্মদা- নকারী ও যা জন্ম লাভ করেছে,

তার অনিষ্টকারিতা থেকে.” (আবূ দাউদ, হাদীসটি দুর্বল. দ্রষ্টব্যঃ যাঈফ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ২৬০৩)

১৩. একাকিত্বের ভয় অনুভব করলে, নিম্নের দুআটি পড়বে.

((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ جُلِّلَتِ السَّمَوَاتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ)) رواه الطبراني في المعجم الكبير

অর্থাৎ, “আমি পবিত্র বাদশাহ, জিবরীল ও সমস্ত ফেরেশতার প্রতিপা- লকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যার গৌরব ও মহা শক্তির দ্বারা আকা- শমন্ডলী ছেয়ে আছে.” হাদীসটি ইমাম তাবরানী ‘মু’জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন. হাদীসটি দুর্বল. দ্রষ্টব্যঃ যাঈফুল জামে’ আস্সাগীর ১০৯৫)

১৪. প্রত্যাবর্তনকালে তিনবার তাকবীর পাঠ করবে এবং বারবার নিম্নের দুআটি পড়বে,

((آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, ‘আমরা এখন (সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি, তাওবা করতে করতে, ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে.” রাসূলুল্লাহ ﷺ এইভাবেই সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে করেছেন.

১৫. পরিবারদের নিকট রাতে ফিরবে না. কাউকে তার আসার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিবে. যাতে তার আসা তাদের জন্য হঠাৎ না হয়. কারণ এটাই ছিল নবী করীম ﷺ -এর তরীকা.

১৬. কোন মহিলা মাহারাম (স্বামী অথবা যার সাথে তার বিবাহ হারাম) ব্যতীত সফর করবে না. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "যে মহিলা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী তার জন্য বৈধ নয় যে, সে মাহারাম ব্যতীত একদিন ও একরাতের দূরত্বে সফর করবে." (বুখারী-মুসলিম)

পোশাক-পরিচ্ছদের আদব

প্রত্যেক মুসলিমকে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত আদব- সমূহের খেয়াল রাখতে হবে.

১. রেশমের তৈরী কোন পোশাক পরিধান করবে না. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "রেশম ও সোনা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং তাদের মহিলাদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে." (তির- মিজী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ১৭২০)

২. গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে না. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "লুঙ্গির যে পরিমাণটুকু পায়ের গাঁটের নীচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে.." (বুখারী)

৩. সাদা রঙের পোশাককে অন্যান্য পোশাকের উপর প্রাধান্য দিবে. রাসূল ﷺ বলেছেন,

((اَلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ)) رواه النسائي

অর্থাৎ, "সাদা পোশাক পরিধান করো, কারণ এটা পবিত্র ও উৎকৃষ্টতর. আর সাদা কাপড়েই তোমাদের মৃতদের দাফন করো." (নাসায়ী)

৪. মহিলা এমন লম্বা পোশাক পরিধান করবে, যা তার উভয় পাকে ঢেকে রাখবে. আর মাথায় উড়না ফেলে রাখবে, যা তার বক্ষোদেশকে আবৃত রাখবে. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ الأحزاب ٥٩

অর্থাৎ, "হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে রাখে." (সূরা আহযাবঃ ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾

অর্থাৎ, "আর মু'মিন স্ত্রীলোকরা যেন নিজেদের বক্ষোদেশের উপর উড়নার চাদর ফেলে রাখে. আর নিজেদের স্বামী ও পিতা ব্যতীত অন্য কারো সামনে সৌন্দর্যের প্রদর্শন যেন না করে." (সূরা নূরঃ ৩১)

৫. সোনার আংটি ব্যবহার করবে না. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ)) رواه الترمذي

অর্থাৎ, "রেশম ও সোনা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং তাদের মহিলাদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে." (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ১৭২০) তবে রূপোর আংটি ব্যবহার করাতে কোন দোষ নাই.

৬. শুধু এক পায়ে জুতা পরে চলবে না. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ يَمْشِي-أَحَدُكُمْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعاً، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে. হয় উভয় পাকে অনাবৃত রাখবে অথবা উভয় পায়ে জুতা পরবে." (বুখারী-মুসলিম) আর জুতা পরার সময় ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করবে. তবে খুলার সময় বাম দিক থেকে.যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করবে, সে যেন ডান দিক থেকে আরম্ভ করে. আর খুলার সময় যেন বাম দিক থেকে শুরু করে."(বুখারী-মুসলিম) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পোশাক পরিধান করার ব্যাপারে আয়েশা ﵂ বলেছেন,

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ))

رواه البخاري ومسلم

"তিনি জুতা পরিধান করা, চিরুনি করা এবং পবিত্রতা অর্জন সহ প্রত্যেক ব্যাপারে ডান দিক থেকে আরম্ভ করাকেই ভালবাসতেন." (বুখারী-মুসলিম)

৭. পুরুষরা মহিলাদের আর মহিলারা পুরুষদের পোশাক পরিধান করবে না.কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক এরা অভিশপ্ত. হাদীসে এসেছে যে,

((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ))

رواه أبوداود

অর্থাৎ, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সেই পুরুষের উপর আল্লাহর লানত বর্ষণ হোক, যে মহিলার পোশাক পরিধান করে. আর সেই মহিলার উপর আল্লাহর লানত বর্ষণ হোক, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে." (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৪০৯৮) অনুরূপ যে পুরুষরা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যে মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তাদের প্রতিও অভিস- ম্পাত করা হয়েছে. (বুখারী)

৮. নতুন পোশাক পরিধান করার সময় নিম্নের দুআটি পরবে.

((اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)) رواه أبوداود والترمذي

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা. তুমিই এ কাপড় আমাকে পরালে. আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের কামনা করছি এবং ঐ কল্যাণেরও প্রত্যাশী, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে. আর কাপড়ের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট

আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ঐ অনিষ্টকারিতা থেকেও, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে." (আবূ দাউদ, তিরমিজীঃ হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৪০২০-১৭৬৭)

প্রাকৃতিক অভ্যাসের প্রতি আদব

প্রাকৃতিক স্বীকৃত পাঁচটি জিনিস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত. যেমন, তিনি বলেছেন,

((خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبُ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "পাঁচটি জিনিস হলো অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত. আর তা হলো, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, খাতনা করা, মোঁচ খাটো করা, বগলের চুল ছিঁড়ে ফেলা এবং নখ কাটা." (বুখারী-মুসলিম)

১. মুসলিম নাভির নীচের লোম ব্লেড,ক্ষুর ইত্যাদি দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবে.

২. খাতনা বলতে, যে চামড়া পুরুষের লজ্জাস্থানের মাথা ঢেকে রাখে, তা কর্তন করা. জন্মের পর সপ্তম দিনে এ কাজ করা ভাল. তবে বিলম্বকরাতেও কোন দোষ নাই.

৩. মোঁচ খাট করবে এবং দাড়ি বাড়াবে. কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى...)) رواه مسلم

অর্থাৎ, "মোঁচ খাটো করো এবং দাড়ি বাড়াও."(মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "মুশরিকদের বিরোধিতা ক'রে তোমরা মোঁচ খাটো করো এবং দাড়ি বাড়াও." (বুখারী-মুসলিম) তবে 'কাযআ' করা থেকে বিরত থাকবে. আর 'কাযআ' হলো, মাথার কিছু অংশ নেড়া করা এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া. ইবনে উমার ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'কাযআ' করতে নিষেধ করেছেন. (বুখারী-মুসলিম) যদি কেউ কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল রাখে, তাহলে পরিষ্কার-পরিছন্ন ও চিরুনি ক'রে তার সম্মান করবে. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন,

((مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ)) رواه أبوداود

"যার চুল আছে, সে যেন (যত্ন নিয়ে) তার সম্মান করে." (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৪১৬৩)

৪. বগলের চুল ছিঁড়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে. তবে ছিঁড়তে না পারলে চেঁচে নিবে.

৫. নখ কাটাও অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত. নিয়ম হলো, আগে ডান হাতের নখ কাটবে ও পরে বাম হাতের. অতঃপর ডান পায়ের ও পরে বাম পায়ের.

মুসলিম এই কাজগুলো রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর অনুসরণের নিয়ত করে করবে, তাহলে সে সাওয়াবের অধিকারী হবে. কারণ, নেকী নিয়- তের উপর নির্ভরশীল. মানুষ যা নিয়ত করে, তা-ই সে পায়.

ঘুমের আদব

অর্থাৎ, মুসলিমরা মনে করে যে, নিদ্রা বা ঘুম আল্লাহর এমন এক নিয়া- মত, যদ্দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ القصص ٧٣

অর্থাৎ, "সেই আল্লাহর রহমত ছিল বলে তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যেন তোমরা (রাত্রে) বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারো এবং (দিনের বেলা) তোমাদের আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর." (সূরা ক্বাসাসঃ ৭৩) আর আল্লাহর এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা হলো, নিম্নে বর্ণিত আদবগুলোর যত্ন নেওয়া.

১. ঈশার নামাযের পর কোন বিশেষ প্রয়োজন যেমন, জ্ঞানচর্চা, মেহ-মানের সহিত কথোপকথন অথবা স্ত্রীর সাথে ভালবাসা বিনিময় ইত্যাদি ব্যতীত শুতে বিলম্ব করবে না. কেননা, আবূ বাযরা ﷺ থেকে বর্ণিত (তিনি বলেছেন,)

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈশার আগে শোয়া এবং ঈশার পর কথোপকথন অপছন্দ করতেন." (বুখারী-মুসলিম)

২. ওযূ করে ঘুমাতে প্রচেষ্টা করবে. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বারা ইবনে আযিব ﷺকে বলেছিলেন,

((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ)) رواه البخاري ومسلم

"তুমি যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের ন্যায় ওযূ করে নিবে. তারপর ডানকাতে শুয়ে পড়বে." (বুখারী-মুসলিম)

৩. প্রথমে ডানকাতে শোবে এবং ডানদিককে বালিশ বানিয়ে নিবে. পরে বামকাতে হয়ে গেলে, তাতে কোন দোষ নাই. যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ)) رواه البخاري ومسلم

"তুমি যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের ন্যায় ওযু করে নিবে. তারপর ডানকাতে শুয়ে পড়বে." (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَتَوَسَّدْ يَمِيْنَكَ)) رواه أبوداود

"যখন তুমি পবিত্রাবস্থায় বিছানায় যাবে, নিজের ডান দিককে বালিশ বানিয়ে নিবে." ((আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৫০৪৭))

৪. রাতে অথবা দিনে শয়নকালে উপুড় হয়ে শোবে না. কারণ রাসূলু- ল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলেছেন,

((إِنَّ هَذِه ضَجْعَةٌ لاَيُحِبُّهَا اللهُ)) رواه الترمذي

"উপুড় হয়ে শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন." (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ. দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৭৬৮)

৫. সাধ্যানুসারে শয়নকালে প্রমাণিত দুআগুলো পাঠ পরবে. যেমন, ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ,'৩৩বার 'আলহামদুলিল্লাহ'এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে. কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আলী ও ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁদের সহযোগিতার জন্য একজন খাদেম চাইলে, তিনি বলেছিলেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سألْتُمَاهُ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ)) رواه البخاري ومسلم

"তোমরা যা চেয়েছ, তার থেকে উত্তম জিনিসের কথা কি তোমাদেরকে বলবো না? তা হলো, যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করে নিবে. এটা তোমরা যা চেয়েছ, তার থেকেও তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে." (বুখারী-মুসলিম) মুসলিম)

২. অনুরূপ সূরা 'ফাতিহা,' সূরা 'বাক্বারাহ'র প্রথম চারটি আয়াত, 'আয়াতুল কুরসী', সূরা 'বাক্বারাহ' শেষাংশ, 'কুলহু আল্লাহু আহাদ,' 'কুলআউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' এবং 'কুলআউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করবে. কারণ হাদীসে এগুলো পাঠ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে. (বুখারী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে উপরোক্ত আয়াত ও সূরার ফযীলতের কথা উল্লিখিত হয়েছে)

৩. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এই দুআটি পড়বে.

((اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন. আর আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে."

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা
১২	সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা
১৬	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপারে ধারণা
১৮	আল্লাহর প্রতি আদব
২৪	আল্লাহর কালামের প্রতি আদব
২৬	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আদব
২৯	স্বীয় নাফ্সের প্রতি আদব
৩৬	পিতা-মাতার অধিকার
৩৯	**সন্তান-সন্ততির** অধিকার
৪১	ভাইদের প্রতি আদব
৪১	স্বামী-স্ত্রীর অধিকার
৪৪	স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার
৪৮	স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার
৫১	আত্মীয়দের প্রতি আদব
৫৩	প্রতিবেশীর প্রতি আদব
৫৭	মুসলিমের প্রতি আদব ও তার অধিকার
৬৯	কাফেরদের প্রতি আদব
৭৫	পশুজাতের প্রতি আদব
৮০	মজলিস ও বসার আদ
৮২	রাস্তার পাশে বসলে তার আদব
৮৬	পানাহারের আদব
৯২	সফরের আদব
১০৪	পোশাক-পরিচ্ছদের আদব
১০৯	প্রাকৃতিক অভ্যাসের প্রতি আদব
১১১	ঘুমের আদব